বিমুক্ত-বেণী-বন্ধন

OR

BINDING OF THE BRAID.

———ooOoo———

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক

নাটক

———o———

সতী সাধ্বী যাজ্ঞসেনী,
বাঁধিল বিমুক্ত বেণী
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ
প্রণীত।

PRINTED AT THE 'CALCUTTA PRINTING HOUSE'
10, SUMBHU CHATTERJEE'S STREET THUN' HUNIAH
1886.

প্রস্তাবনা।

অনন্তদেবের অনন্তশয্যা
বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ও পদতলে লক্ষ্মী উপবিষ্ট।
গীত গাইতে গাইতে সলিল ভেদ করিয়া
সাগর বালাগণের উত্থান।

গীত।

মরি কি মাধুরী হেরি—
বিরাজে বারিধি বক্ষে বৈকুণ্ঠ-বিহারী
কনক কমলে ঐ শায়িত শ্রীহরি।
রত্ন'কর রত্নোত্তম'
পদতলে বসি রমা
নাভি পদ্মে পিতামহ
আছে ধ্যান ধরি।
জয় কেশব করুণাময়
কমলময়ী কমলা জয়।
নক্ষত্রে নিন্দিয়া ভাতি
মুকুতা প্রবাল আদি,
সাজায়ে সোণার থালে
আন সহচরি।

সাজাব সকলে মনের মত
রতনে রঙাব রাতুল পাদ।
আয় সখি আয় আয়
ইন্দুমুখী ইন্দিরায়
লয়ে যাই জলতলে
যথা জলেশ্বরী।
বহিবে বারিধি তলে আনন্দ লহরী।
হেরিবে হরষে বারুণী রাণী
শোভার আধার শ্রীমুখ খানি।

(পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। বিশ্বনাথ! বার বার কাতর ক্রন্দনে
করিয়াছ কর্ণপাত—
করিয়াছ নানা লীলা লীলাময় তুমি
অবনীতে অবতরি;—যুগান্তে যখন
প্রলয় প্লাবনে পূরিল পৃথিবী,
মীন মূর্ত্তি ধরি দেব, উদ্ধারিলে বেদ,
বিরিঞ্চি-বদন-ভ্রষ্ট
দেবতা দানব যবে, অমৃত আশায়
মথিল সাগর—
কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে'পরে ধরিলে ধরারে।

দমিলে দুর্দ্দান্ত দৈত্যে, বরাহ রূপেতে
কারণ সলিলে মগ্ন বিশ্বে বাঁচাইলে।
নাশিলে নৃসিংহরূপে
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে রক্ষিতে প্রহ্লাদে।
পাতাল প্রদেশে—
বলিরে বামন রূপে, করিলে ছলনা
ত্রিপদে ত্রিলোক ব্যাপী।
দেব-দ্বিজ-দ্বেষী, ক্ষত্রকুল ক্ষয় হেতু
ভৃগুবংশে অবতংশ হলে হৃষীকেশ।
কৌশল্যা কুমার,
রামরূপে রক্ষরাজ রাবণে রণেতে
বিনাশিলে বনমালি।
প্রমাদ পড়িল পুনঃ পৃথিবী পূরিল
কৌরবের অত্যাচারে—
ক্লান্তকায় ধরাধারী পন্নগের পতি
যাহয় বিহিত কর বৈকুণ্ঠ-বিহারি।

(সহসা দিব্যালোক প্রকাশ ও
শূন্যদেশে কৃষ্ণ বলরামের
মূর্ত্তির আবির্ভাব।

একি হেরি!
নীরদ লাঞ্ছন রূপ,
বিনোদ বঙ্কিম বপু, সুঠাম সুন্দর,
মধুর মুরলী মুখে, শিখিপুচ্ছ শিরে,
পরিধান পীতবাস, বনমালা গলে,
কনক নূপুরে কিবা শোভিত শ্রীপদ!
বিরাজে বামেতে কিবা রজত বরণে,
হলপাণি নীলাম্বর, মূর্ত্তি মনোহর
পাদপদ্মে পরকাশ শত শশী প্রভা
একি লীলা, লীলাময়?

বিষ্ণু। "বৎসে বসুমতি,
হরিতে তোমার ভার হব অবতার
শুক্ল কৃষ্ণ দুই অংশে দ্বাপরে এবার"

পৃথিবী। পিতামহ পদ্মযোনি
বাসব বরুণ বায়ু আদি সুরগণ
মহাতপা যোগীঋষি মহিমা তোমার
বুঝিতে অক্ষম দেব, কি বুঝিব আমি!-
হে অনন্ত পতি!
আপনি অভয় দিলে দাসীরে যখন

কি ভয় তখন আর।
প্রণমি পুণ্ডরীকাক্ষ তব পদাম্বুজে।

পৃথিবীর প্রস্থান গীত গাইতে গাইতে
সাগর বালাগণের অন্তর্দ্ধান
পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য ইন্দ্রপ্রস্থ উপবন।

অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী

অর্জ্জুন। শর্ব্বরীর শিরোশোভা শশাঙ্ক সমান
প্রভাত পদ্মিনী প্রভা বিনোদ বয়ানে
কি হেতু কালিমা আজ পড়েছে পাঞ্চালি?
অর্দ্ধাশনে অনশনে যবে যাজ্ঞসেনী—
কায়াসনে ছায়া যথা—পতির পশ্চাতে
বেড়াইলে বনে বনে বল্কল বসনে
কুশাঙ্কুশ কণ্টক দি পরিপূর্ণ পথে ;
সে কালে সুহাস্য মুখ দেখিয়াছি তব।
দারুণ দুর্য্যোগ অন্তে গগনের গায়
রবির উদয় সম—পাণ্ডবের পুনঃ
সমুদিত সুখ-সূর্য্য অদৃষ্ট আকাশে
তবে কেন আজ—

নিশার নীহারসিক্ত নলিনীর মত
মলিনতা মাখা হেরি চারু চন্দ্রানন।

দ্রৌপদী কি কহিলে কিরীটি।
'সমুদিত সুখসূর্য্য অদৃষ্ট আকাশে'?
নিশীথে নিদ্রায় একি স্বপ্ন সন্দর্শন—
কৌরব কুলের কালি দুষ্ট দুর্য্যোধন
হস্তিনার সিংহাসনে আজ (ও) অধিষ্ঠিত
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে
বাঁধেনি বিমুক্ত বেণী এখন(ও)পাঞ্চালী
প্রসন্ন পাণ্ডব ভাগ্য কিসে বল নাথ।
পিতৃপিতামহাগত
অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য এই পাণ্ডবের প্রাপ্য
কোন লাজে কহ তবে
দূতমুখে দুর্য্যোধনে করিয়া মিনতি
পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা চাও পুনঃ পুনঃ?
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় ধর ধনুর্ব্বাণ,
সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কেবা স্থির তব শরে সম্মুখ সমরে;
কৌরব শোণিত স্রোতে প্লাবিয়া পৃথিবী
আপন অদৃষ্ট চক্র ফিরাও ফাল্গুনি

অর্জ্জুন। ধৈর্য্য ধরি রহ প্রিয়ে কিছুকাল আর
গিয়াছেন শ্রীগোবিন্দ সন্ধি সংস্থাপিতে
এইবার শেষবার।
সন্ধিতে সম্মত যদি না হয় কৌরব
তাহলে অদৃষ্টচক্রে ফিরাবে ফাল্গুনি
ধনুর্ব্বাণ ধরি।
পার্থের প্রতাপ প্রিয়ে আছ অবগত,
সুরাসুর সবাকারে পারি পরাজিতে।
বিশ্বনাশী বাণে
প্রলয় পাবকরাশি জ্বালি যাজ্ঞসেনি
দহিব দুরাত্মা কুলে সমূলে সংহারি।

দ্রৌপদী। শুনেছ কি সব্যসাচী, কুরুকুলেশ্বরী
আসিতেছে আজ হেথা বন বিহারিতে?

অর্জ্জুন। সুরপুর সুশোভন নন্দন সমান
হস্তিনার মনোহর উপবন ছাড়ি
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিতেছে বন বিহারিতে?

দ্রৌপদী। বন বিহারের ভানে আজ ভানুমতী
সাজিয়া সঙ্গিনী সনে আসিছে দেখাতে
আপন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব।—
সৌভাগ্য শালিনী সতী কুরু কুলেশ্বরী

দ্রৌপদী দুঃখিনী হায় বিধি বিড়ম্বনে
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হইবে প্রকাশ
ক্ষীণজ্যোতি খদ্যোতের লজ্জা লুকাইতে
উচিত প্রস্থান করা স্থানান্তরে তার
হে বিধি, করুণা নিধি!
দ্রৌপদীর দুঃখ দূর করিবে কি কভু?

উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—উপবন।

(ভানুমতী ও সখীগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

নিরমল নীলাকাশে নিশানাথ হাসিছে,
কুমুদ কৌমুদী মাখি সরোবরে শোভিছে।
পবন পরশে মৃদু কিশলয় কাঁপিছে
কানন কুসুম বাসে দশদিক মোদিছে
চকোর চকোরী মিলি চাঁদ পানে চাহিছে
পাপিয়া পীযুষ ধারা শ্রবণেতে ঢালিছে।
ললিত লহরী তুলি নির্ঝরিণী নাচিছে
সোহাগে সুসাজে সবে স্বভাবেরে সেবিছে

ভানুমতী। সমাগতা সন্ধ্যা—
স্বভাবে স্বভাব ধরেছে ধরণী।
পবন পরশে সরসী সলিল
তুলিছে তরল ললিত লহরী।
কানন কুসুম বাস বহিতেছে
সমীরণ সুখে শরীর শীতলি।
চকোর চন্দ্রমা চেয়ে—
উড়িছে উল্লাসে শ্রবণে সবার
সুধার সুস্বন ঢালি
শোভিছে সুন্দর ব্রততী বেষ্টিত
বিপিনে বিটপি-বর
জ্বলন্ত জোনাকী শিরে শোভে যথা
আকাশ আলোকি নক্ষত্র নিচয়।
নিরমল নীল নভে—
শোভে শশধর, মরি কি মাধুরী
ধরেছে ধরণী বিধুর বিভায়।
মেঘমালা কভু আবরিছে আসি
বিমল বিধুরে, আঁধারি আমরি
অবনী আকাশে। সম্পদ সৌভাগ্য
অস্থায়ী অনিত্য দেখাইছে দেব—

সখী। কুরু কুল-কমলিনী—
পৃথিবী পূজিত পতি রাজ-রাজেশ্বর
পরাক্রমে পুরন্দর পরাভব পায়।
বিপুল বৈভব যার ভাগ্যের ভাবনা
কিসের আবার তার ?

ভানুমতী। সখি। ঐ—
শশধর সম পঞ্চ পাণ্ডবের
সহসা সৌভাগ্য শশী মেঘমুক্ত
হয় যদি; নহে বিচিত্র ব্যাপার!
ধরার এ ধারা; ভূপতি—ভিখারী
রাখাল—রাজা মুহূর্ত্তেকে মরি!

সখী। কুরুকুলেশ্বরি
সুমেরুর তুঙ্গ শৃঙ্গ পবন পাড়িবে ?
সাগর শুকাবে সৌর-কর জালে ?
পদাঘাতে পৃথ্বী কাঁপে কি কখন ?
পঞ্চ পাণ্ডব—
শত সহোদরে—সবে শূরশ্রেষ্ঠ
বিমুখিবে রণে ?

ভানুমতী। স্বপ্ন সন্দর্শনে অস্থির অন্তর
আশঙ্কায় অভিভূত।

সখী। 　কি স্বপ্ন ?—

ভানুমতী। বিনোদ বিপিনে বসি
নিরখিনু নীলাম্বরে শত শশধর

সখী। তারপর,

ভানুমতী। কালান্তক কাল দীপ্ত দরশন
সমুদিল সূর্য্য সহসা সেথায়
সেই শত শশী প্রভায় পুড়িল
শোণিতের স্রোতে অবনী আর্দ্রিল।
সখি! সীমন্তের সীন্দূর সভয়ে
মুছিনু আপনি শুনিনু শিবার
অশিব আরাব ক্রন্দন কল্লোল
পৃথিবী পূরিয়া ;সে শব্দে শিহরি
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।

সখী। 　শত শশী—সহোদর শত,
ভানু—ভীম,
এই অনুমানে কাতর অন্তর ?
সখি! স্বপ্ন সত্য হয় কবে ?
এস সখি—
স্বভাবে সুভাব হেরি৹
সঙ্গীতে সুতান ধরি, জুড়াবে জীবন।

গীত।

সই কি সুন্দর নিশি নিরমল
বিধুর বিভায় ধৌত ধরাতল
অচল সচল সুহাসে সকল
মধুর মিলনে।
কাঁপিছে কাননে কুসুম কামিনী
তরঙ্গেতে তান তুলিছে তটিনী
মরি কি মাধুরী ধরেছে ধরণী
সুখ সম্মিলনে।
পুষ্প পরিমলে পূরিত পবন
শীতল শরীর পেয়ে পরশন
শ্রাবণ সুস্বন করিছে কূজন
বন-বিহগিনী।
মুরজ মুরলী বীণা বিনোদন
আলাপে আমোদে মাতিবেক মন
সঙ্গীতের স্রোতে ভাসায়ে ভুবন
যাপিব যামিনী।

ভানুমতী। সখি। শুনেছ কি—
পাণ্ডবেরা প্রেরিয়াছে শ্রীকৃষ্ণে আবার
সন্ধি সংস্থাপিতে?

সখী। প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে কৃষ্ণার কবরী
বাঁধিবারে বৃকোদর দেব দুঃশাসন—
বক্ষঃস্থল বিনিহত সুতপ্ত শোণিতে
কই তা হ'লনা?—
ঘোর ঘন ঘটা গরজি গভীর
বরষেনা বিন্দু মাত্র বারি!
প্রলয় পবনে লতাও লোটেনা।

ভানুমতী। অদূরে আসিছে কৃষ্ণা স্থির হও সখী
পাঞ্চালীকে পরিহাস এস কিছু করি।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। একি অপরূপ।
গগনের চাঁদ কেন ভূতলে উদয়?
আঁধারিয়া অন্তঃপুর অগ্র ভূপতির
কামিনী কুলের জ্যোৎস্না—
হস্তিনার হেমপদ্ম এ বিজন বনে
কেন যে ফুটিল আসি না পারি বুঝিতে!

ভানুমতী। কৃষ্ণাই কামিনীকুলে সুন্দরীর সার!
এক পতি লাভ তরে কত কুলাঙ্গনা
আচরে বিবিধ ব্রত—পূজে পশুপতি
কিন্তু তুমি নিজ,

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শুধু লভেছ সুন্দরি
পরাক্রান্ত পঞ্চপতি—করেছ কামার্ত্ত
সিন্ধুসুত জয়দ্রথে, বিরাট শ্যালকে—
দাসীভাবে ছিলে যবে বিরাটের বাসে
আর আর শত জনে কে পেরেছে তাহা?

দ্রৌপদী। শুনিলাম আসিয়াছ বন বিহারেতে
সত্য কি সে কথা ?

ভানুমতী। হাঁ—
নিরখিলে লতাবলী—কুসুম কুন্তলা
বিটপীর সনে বাঁধা প্রগাঢ় প্রণয়ে
পরিমল পরিপূর্ণ ফুল্ল ফুল কুলে
শ্যামল শেখর অঙ্গে নির্ম্মল নির্ঝরে
হীরকের হার যেন গিরির গলায়
কলহংস নিনাদিত সুরম্য সরসী
শুনিলে সরস গীত বিহগ বৃন্দের
মধুমত্ত মধুপের মোহন ঝঙ্কার
জীবন জুড়ায় কত ভাল জান তুমি।
বহুকাল বিচরণ করিলে কাননে
নিসর্গের নবভাব নিত্য নিরখিয়া—
সার্থক জীবন তব পাণ্ডব প্রেয়সি !

দ্রৌপদী । ভানুমতি—

বারিধির বক্ষে তরঙ্গ তাড়িত

জনের কভু কি—

সিন্ধুর শোভায় আকৃষ্টে নগন ?

যাক্ ও কথা

বৃথা বাক্য ব্যয়ে কিবা প্রয়োজন—

শোন ভ নুমতি ।

গন্ধর্ব্ব পতির এ কেলি কানন

সাবধানে হেথা করো বিচরণ

কাম্যবন কথা আছেত স্মরণ ?

সে কলঙ্ক কালী এখনও ঘোচেনি ?

রাজ রাজেশ্বরী তুমি ভানুমতি,

বার ব র হলে গন্ধর্ব্ব বন্দিনী

লোকালয়ে মুখ নারিবে দেখাতে ।

ভানুমতী কুলের কামিনী—হায় । কহিতে সরম,

কামিনী কুলের তুমি লজ্জ স্বরূপিণী ।

প্রকাশ্য সভার মাঝে বিবসনা হয়ে

কেমনে দেখাও মুখ নাপারি বুঝিতে

যাই হোক—

পাঞ্চালি। পাণ্ডব যবে সন্ধিতে সম্মত
ও বিমুক্ত বেণী তবে নাহি বাঁধ কেন?
(সখীদের প্রতি ইঙ্গিত করণ)

গীত।

কবে বিনোদিনি, বিনাইয়ে বেণী
বাঁধিবে বলনা।
চাঁচর চিকুর, চুমিছে চরণ,
কি দুঃখে কহনা।
কলাপি কেশা ফণিনির ভূষা,
সুসাজে সাজিয়া—
চারু চিকণিয়া, বাঁধ বিনাইয়া
কবরী করিয়া।

দ্রৌপদী। শোন, শকুনির পাপ পরামর্শ
ফল ফলিবেক—পাণ্ডব পীড়ন
প্রতিফল, পাবে কুরু কুলাঙ্গার।
পরন্তপ পার্থ, বীর বৃকোদর,
পালিবে সে পণ—দেখিবে দ্রৌপদী।
তবে এ প্রতিজ্ঞা—
বাঁধিব এ বেণী নতুবা নয়!
কুরুকুল কামিনীর—

কাঞ্চন কুসুম ভুষ ও বিনোদ বেণী
বিমুক্ত না হলে
কৃষ্ণার কবরী বাঁধা হবেন কখন।

ভানুমতী　সাবাস সুন্দরি! যে মত্ত মাতঙ্গে
পাদপে পারেন রোধিবারে' তারে
পদাশ্রিতা ব্রততী বাঁধিবে?
যে গিরির গাত্রে প্রবল প্রবাহ
সিন্ধুর সলিল আস্ফালি আক্রোশে
চরণে লুটাল পরাভব পেয়ে,
সাগর সঙ্গিনী তরঙ্গিনী তারে
টলাইতে চায়?

দ্রৌপদী　থাকে যদি দেবকুল থাকে যদি ধর্ম্ম
তাহলে নিশ্চয়—
পরিণামে পুরস্কার পাইবে পাণ্ডব।
(দ্রৌপদীর প্রস্থান)

সখী।　পাঞ্চালী তা পারে!
ঘোর ঘন ঘটা চেয়ে চপলা চমকে
আঁখি অধিক।

ভানুমতী। দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ করেছি কেমন?

সখী　উচিত উত্তর পেয়েছে পাঞ্চালী।
(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। মধুর মহিমা গানে বিরত কি লাগি
সহচরী সব? কিবা সচন্দ্র শর্ব্বরী
বহিছে বসন্তবায়ু সুবাস সঞ্চারি
কুঞ্জে কুঞ্জে কূজিতেছে বিবিধ বিহঙ্গ
কলকণ্ঠে তুলি তান;—এ মধু মিলনে
নীরব তোমরা? একি—
মহিষী মলিন মুখে কি লাগি বসিয়া?

ভানুমতী। স্বপ্নে দেখিয়াছি প্রমাদ ঘটিবে
কুরুকুলে, তাই অধীর অন্তর
আশঙ্কায় অভিভূত।

দুর্য্যোধন (সহাস্যে) স্বপ্নে দেখিয়াছ প্রমাদ ঘটিবে?
ভাল, গ্রহ শান্তি কর

ভানুমতী। রাখ অধিনীর নিবেদন নাথ।
সম্প্রীতি স্থাপহ পাণ্ডুসুত সনে
প্রদানিয়া প্রাপ্য অংশ।

দুর্য্যোধন। সম্প্রীতি স্থাপিব পাণ্ডুসুত সনে?—
এ প্রাণ থাকিতে পারিবনা কভু।
জতুগৃহ দাহ, বিষান্ন প্রদান
অক্ষক্রীড়া আদি বিবিধ প্রকারে
আজন্ম অরি পাণ্ডবে পীড়িনু

শয়নে স্বপনে উপায় উদ্ভাবি
পাণ্ডবের প্রতিকূলে—
দেবতা দানবে, পন্নগে পক্ষীন্দ্রে,
ভুজঙ্গমে ভেকে, অনলে সলিলে
সম্ভব ঘুচিবে সে চির শত্রুতা —
কিন্তু কোন কালেও মনোমালিন্য
ঘুচিবেনা মম, পাণ্ডু সুত সহ।

ভানুমতী বলবান বৈরী সহ সন্ধি বিধি
শাস্ত্র সুসঙ্গত—
পাণ্ডব প্রবল শত্রু শ্রীকৃষ্ণ সহায়
কুটিল কুচক্রী কেবা শ্রীকৃষ্ণ সমান?

দুর্য্যোধন প্রাণাধিকে! পাণ্ডবেরা কিসে প্রবল?
পূজ্যপাদ পিতামহ, সুরেন্দ্র সম্পূজ্য
সমাদৃত, যুদ্ধে ওই গুরু দ্রোণাচার্য্য—
দেবতা দানবে যে না—অশ্বত্থামা আদি
অন্য কুরুকুল যোগে পরাজিতে পারে
কেবা হেন বীর বলে এতিন ভুবনে?
শ্রীকৃষ্ণ সহায়? পূর্ব্বে জরাসন্ধ ভয়ে
সাগর সঙ্কুল স্থানে দূর দ্বারকায়
পলাইল প্রাণ লয়ে বীরকুলাধম।

কৃষ্ণ-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী যেই জরাসন্ধ
সেই—
জরাসন্ধ জেতা কর্ণ বীর সখা সম,
মাতুল মন্ত্রণা পটু শ্রীকৃষ্ণ হইতে।

ভানুমতী। নাথ! একেশ্বর গোগৃহে
সম্মুখ সমরে পার্থ পরাজিল
কুরুকুল শূর শ্রেষ্ঠে সবে।

দুর্য্যোধন। প্রিয়ে! প্রজার পালন, রাজ্যের রক্ষণ
দুষ্টের দমন, শত্রুর শাসন,
ভাবনার ভার আমার উপর।
অশনি সম্পাত, পবন প্রহার
তরু শিরে ধরে।

ভানুমতী। সত্য, কিন্তু তরুশিরে বজ্রপাতে
পোড়ে পদাশ্রিতা লতা।
প্রলয় পবন ব্যথিলে বারিধি
কাঁপে নাকি জলচর জীব যত?

দুর্য্যোধন অলীক আশঙ্কা করোনা অন্তরে।

(প্রস্থান)

ভানুমতী। প্রভাতে পূজিব আশুতোষে আমি

স বথানে সবে আয়োজন করো
বিবিধ বিধানে।

সখী সখি! প্রকৃতি প্রেমে দে ভরা মও চরাচর
পঞ্চমে পাপিয়া সনে এস তুলি তান
আমর ও আমোদেতে মাতি —

গীত

দেখলো সখি রূপের ফাঁদ,
আকাশ আলো করা চাঁদ,
তুলনা যার মেলেনা —

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে,
চল্না সই যাই ধেয়ে
নিশি পোহাতে পারেনা।

মলয়াতে মন মাতায়ে,
পরিমলে প্রাণ পুরিয়ে,
কুহুস্বরে সুর মিলিয়ে,
যাই ভুবে চলোনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ—তূরি, ভেরী, পতাকা প্রভৃতি হস্তে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে ২ পুরবাসিগণের প্রবেশ

গীত

জয় জয় জনার্দ্দন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন
গিরিধারী গদাধর—
জয় জগন্নাথ জয়, কেশব করুণাময়,
জয় দেব দামোদর
পীতবাস পরিধান, শিরে পুচ্ছ শোভমান,
ত্রিভঙ্গ মুরারি মরি—
নয়নের অভিরাম, অনুপম তনুশ্যাম,
জয় হৃষীকেশ হরি।
জিনি চারু কোকনদ, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ,
সংসার সাগরে সেতু ;—
পুজি যাহা নিরন্তর, মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর,
জয় বিভু বিশ্বম্ভর।
মুরলী মধুরাধরে, রাধা রাধা রব করে,
জয় রাধিকা রমণ,
জয় গোপিনী মোহন, কেশি কংস বিনাশন,
জয় জয় ব্রজেশ্বর।

পুরবাসীগণের প্রস্থান। শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। একি দেখি হে সাত্যকি!—
স্থানে স্থানে রত্নবেদী চারু চন্দ্রাতপ
বিচিত্র মন্দির, শিরে নেতের পতাকা-
বাজিছে ঝাঁঝার শঙ্খ কাংস করতাল
বিপ্রে করে বেদপাঠ—প্রজাপুঞ্জ সুখে
মঙ্গল আরতি করে প্রতি ঘরে ঘরে।
রসাল পল্লব মালা ঝুলিছে চৌদিকে
পথ পাশে দুই ভিতে পূর্ণ কুম্ভসহ।
গুবাক কদলী বৃক্ষ শোভে সারি সারি।
নট, নটী করে নৃত্য—গাইছে গায়ক,
অগুরু চন্দন গন্ধে আমোদিত দিক।
অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিয়া যজ্ঞ ধূম উঠে—
মহোৎসবে মত্ত যেন হস্তিনা নগরী।
এত ধর্ম্মশীল কবে হ'ল কৌরবেরা?

সাত্যকি। ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করেছে তোমায়
ভক্তাধীন তুমি দেব—শুনিয়া কৌরব
তব প্রীতি হেতু—
করেছে কৌরব এই যজ্ঞ মহোৎসব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সাত্যকি!—
আমাতে কপট ভক্তি নহে প্রীতি কর।

সুমেরু সমান স্বর্ণ সহ রত্নরাজি
অশ্রদ্ধায় দিলে মোরে, না করি গ্রহণ
শ্রদ্ধাদেয় গঙ্গোদকে, তুলসী দামেতে,
পর্য্যাপ্ত ভাবিয়ে মনে, পরিতুষ্ট হই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৌরব রাজসভা।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও অন্যান্য সভাসদ্গণ আসীন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন—প্রবীণ পিতা, পিতামহ,
বিদুরের বাক্য রাখ হে রাজন্,
সন্ধিতে সম্মত হও —

বিদুর। কৌরব কুলের হিত আপন মঙ্গল
ইচ্ছা যদি নরবর,
পাণ্ডবে প্রসন্ন কর পঞ্চখানি গ্রামে।

দুর্য্যোধন। কি বলিলে
পঞ্চখানি গ্রাম দিব কুন্তীর কুমারে?
হে বিদুর!—

শিরায় শোণিত বিন্দু যতক্ষণ রবে
সূচ্যগ্র ভূমিও
পাইতে প্রত্যাশা যেন করে না পাণ্ডব।
শ্রীকৃষ্ণ শুনুন—
প্রকাশিবে প্রভাকর পশ্চিম প্রাঙ্গনে
সপ্তসিন্ধু করিবেক সলিল শোষণ
অংবা অনল নিজ আহুতি ত্যজিবে
সন্ধিতে সম্মত তবু হবনা কখন।

শ্রীকৃষ্ণ। বিপদ বেড়িলে বিপরীত বুদ্ধি হয়
বাস্তবিক বটে।

কর্ণ। বাসুদেব—
এ বিশাল বিশ্বব্যাপী কৌরব সাম্রাজ্যে
বিরাজে সর্ব্বত্র শান্তি, ধন ধান্যে ভরা
কুবের জিনিয়া মরি সকল ভাণ্ডার।
বিপদ কি বলুন ?

বিদুর। প্রবল প্রতাপ শত্রু শিরেতে
সমর সজ্জায়—বিপদের বাকি ?

দুর্য্যোধন। বিদুর বিরত হও—
সুরপুরে সুরগণ মরতে মানব
পাতালে পন্নগকুল, রাক্ষস কিন্নর

এ বিশাল বিশ্ব মাঝে যে বসে যেথায়
কৌরবের নামে কাঁপে সকলে সভয়ে।
বনবাস ক্লেশ ক্লিষ্ট বান্ধব বিহীন
পাণ্ডব প্রবল হল কৌরবের কাছে ?

কর্ণ — বৃদ্ধ বিদুরের বাক্য শুনে ও শুনন।
বাসুদেব। বলুন কি বিপদ—

শ্রীকৃষ্ণ — সন্ধিতে সম্মত নাহলে নিশ্চয়
বিবাদ বাধিবে ভ্রাতায় ভ্রাতায়

কর্ণ। — (সহাস্যে) সখা সাবধান বিষম বিপদ।
বাসুদেব!
বীরের হৃদয়—বিপদে ব্যাকুল
বিষাদে ব্যথিত, সমরে শঙ্কিত
হয় কি কখন ?

দুর্য্যোধন — বাসুদেব কি বুঝিবে বীর ব্যবহার।
জরাসন্ধ সহ রণে জাননা কেমনে
বিসর্জ্জিয়া বীরধর্ম্ম রণীকুল প্রথা
সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিয়া বাসুদেব
পলাইল প্রাণ লয়ে বারিধি বেষ্টিত
সুদূর দ্বারকা দ্বীপে।

বিদুর — মদে মাতি মন্দমতি নিন্দ নারায়ণে

জানন কি সীগে বিন্দ পুরুষ প্রধান ?
মজিবে কৌরবকুল নাবিন্ন নিশ্চয়

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন। বীর বৈকর্তন।
পাণ্ডবে সামান্য বলি ভেবনা অন্তরে
পাণ্ডবের পর ক্রমে ত্রস্ত ত্রিভুবন

দুর্য্যোধন। (সহাস্য) বিশেষতঃ বনবাসে হিড়িম্ব
কির্ম্মীর আদি বীরগণ—

শ্রীকৃষ্ণ। শুন দুর্য্যোধন! পাণ্ডবের পতি
যুধিষ্ঠির এবে সমরে সম্মত
ভীমার্জ্জুনে হৃদে সমরের সাধ
সদা বলবান, ভাব দেখি মনে
প্রচণ্ড পবক সমীর সহায়ে
হবে কত ভয়ঙ্কর ?

কর্ণ। জানি আমি যদুনাথ—
ভীমার্জ্জুন যে প্রকার বীরত্ব বিক্রম

শ্রীকৃষ্ণ। বীরপনা বাখানিব কিরিটীর কত ?
পাঞ্চালীর পরিণয়ে সমবেত সব
ক্ষত্রকুল শূরসিংহে পর জিনে পার্থ।
গোগ্রহ, গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধ হয়, কি স্মরণ ?
বাহুবলে দিক্পালে সন্তোষিয়া শূর

পাইলেক পাশুপত বিশ্ব বিনাশক !
ধনেশে জিনিয়া নাম ধনঞ্জয় ধরে।
বাসব বিজয়ী বীর, হুতাশন হেতু
খাণ্ডব দহিল যবে
নিবাত কবচ নাশি নিঃশঙ্কিলা দেবে।
সুভদ্রা হরণে একা বিমুখিলা বীর
সুরাসুর সুশঙ্কিত যদুকুল যোধে
যুগান্তের যম যেন বীর বৃকোদর
উৎপাটি সুমেরু শৃঙ্গ গগনের গ্রহ
বিসর্জ্জিতে পারে শূব সম্বুর সলিলে।
বকাসুর বধকারী কীচক নিহন্তা
হিড়িম্ব কির্ম্মীর ঘাতী ভীমের প্রতাপে
অধীর ধরণিধর অনন্ত আপনি।
কুরুরাজ !—
কি সাহসে সুপ্ত সিংহে জাগাইতে চাও
ফেরুপাল লয়ে ?

দুর্য্যোধন বাসুদেব। বল গিয়া পাণ্ডব প্রধানে
সুরাসুর সুশঙ্কিত ভ্রাতাগণ সহ
সত্বর সজ্জিত হতে সমর সজ্জায়
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হবে।—

নিভৃত নিলয় হতে বদ্ধ বায়ু দল
বিপুল বিক্রমে যথা গরজি গভীর
বাহিরায় বেগে, যবে পবনের পতি
খুলি দেয় কারাদ্বার, কুরুকুলে তথা
রুদ্ধ বীর্য্য ভীমার্জ্জুন আক্রমিবে আসি।
প্রবল প্রবাহ মুখে বালির বন্ধন
কতক্ষণ রবে স্থির ?

কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ—

শূরের সমর প্রান্তি কৃতান্তের কোলে
শত্রুর সংহারে কিম্বা,—সখা দুর্য্যোধন!
সুরাসুর সুশঙ্কিত পরাক্রান্ত পার্থ
রহিল আমার ভাগে

শ্রীকৃষ্ণ। হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় খণ্ডন—
কুরুরাজ —

পেয়েছি পরম প্রীতি পূজাতে তোমার
বিলম্ব বিহিত নয় বিদাও আমারে
সন্ধির সংবাদ পেতে, আমার অপেক্ষা
করি, আছে পঞ্চ ভাই।

বিদুর বিদুরের বাসে বঞ্চি বিভাবরী
প্রভাতে যাবেন প্রভু—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য

বিদুরের ভবন।

বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণ

বিদুর দেব —
সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তুমি।
নতুবা যাঁহার
আদেশে অনল জ্বলে বারিদ বরষে,
অনিল নিশ্বাস রূপে বহে অনুক্ষণ—
দিবাভাগে দিবাকর -শর্ব্বরীতে শশী
নক্ষত্র নিকর সহ আলোকে অম্বর
সর্ব্বভূতময় সেই ভুবন পতির
অশেষ মঙ্গলময় সুখ শান্তিপ্রদ
হিতবাক্যে হতশ্রদ্ধ করিবে কৌরব
কি হেতু বহন আজি?

তব ইচ্ছা তবলীলা শুধু শ্রীনিবাস
হে কৃষ্ণ করুণাময় করুণা করিয়া
ফির ও কৌরব কুলে সুমতি প্রদানে।
স্থাপন সম্বন্ধ দেব তব দুই দিকে—
নিবার এ কালরণ সর্ব্ব-সংহারক
নারিব দেখিতে প্রভু এ বৃদ্ধ বয়সে
স্বজন শোণিত পাত বংশ-বিনাশন

শ্রীকৃষ্ণ। ধৈর্য্য ধর হে ধীমান্
কাল পূর্ণ কৌরবের কি করিব আমি?
আরও বলি শুন—
দুরন্ত ক্ষত্রিয় কুল বিনাশন বিনা
পৃথিবীর পাপভার ঘুচিবে কেমনে?
আদিত্য অনল যদি অংশু হীন হয়
স্রোতস্বতী শৈল পরে ফিরে যদি যায়
অম্বর স্খলিত হয় অনন্তে আবার
সন্ধিতে সম্মত তবু হবেন কৌরব।

বিদুর। যদুনাথ! জানি আমি
কুরুকুল হবে ক্ষয় দুর্য্যোধন তরে
উর তার জন্মদিনে অশিব আরবে
নিনাদিল শিবাবৃন্দ—গর্জ্জিল জীমূত

সঘনে সুনীল নভে রক্তধারা সহ।
প্রলয় পবনে ঘোর পূরিল পৃথিবী।
অশুভ সূচন সব হেরি চারি ধারে
কহিলাম অন্ধরাজে ত্যজিতে তনয়ে
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে।
মায়াতে মোহিত হায় মানব নিকর
বিষম অপত্য স্নেহে, নারিলা নৃপতি।
জতুগৃহ—অক্ষক্রীড়া—এ গৃহবিচ্ছেদ
হ'ত কি তাহলে দেব—বিপুল বিক্রমে
কৌরব পাণ্ডব দোঁহে মিলি পরস্পরে
সুখেতে শাসিত এই সসাগরা ধরা।

শ্রীকৃষ্ণ বৃথা দোষ দুর্য্যোধনে হে সচিব শ্রেষ্ঠ।
ক্ষত্রকুল হবে ক্ষয় ভারত সমরে
কে পারে ফিরাতে এই নিয়তির গতি?
স্রষ্টাও সক্ষম নয় ফিরাতে যাহায়।
হেতুমাত্র দুর্য্যোধন সে কার্য্য সাধনে।

বিদুর যাহা ইচ্ছা কর দেব নিজ সৃষ্টি লয়ে
দেহ শক্তি, দীন জনে দেব শক্তিময়,
ছিঁড়িবারে পারি যেন মিছে মায়া, নাশ
এ ঘোর ভব বন্ধন—

শ্রীকৃষ্ণ কি ভয় ভকত তে র—
অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গ লভিবিরে তুই।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য উপবন

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত

মৃদু মধুরিমে জুড়ায়ে জীবন
বহিছে বিমল প্রভাতী পবন
ঝর ঝর ঝর, শিশির শীকর
পড়িছে পরশ পেয়ে।
সরসী সলিলে হাসিছে হিল্লোলে
কত কমলিনী পোরা পবিমলে
ফুলে ফুলে ফিরি, গাইছে গুঞ্জরি,
অলিরা আকুল হয়ে।
আও আও আলি কুসুমিত কুঞ্জে
ফুটি ফুল কুল কিবা পুঞ্জে পুঞ্জে
বন বিমোহিনী, কুসুম কামিনী,
আন অঞ্জলি পূরিয়ে।

সখী — বিশদ বসনা

ধুতুরাই ধূর্জ্জটীর প্রিয় পুষ্প সখি
তোল তাই শুধু
নাহি কাজ তুলি আর বিবিধ কুসুমে,
হরিবে ভূষণ মরি বন ব্রততীর
ওই হের আসিতেছে কুরু কুলেশ্বরী
চল ত্বরা,
বিলম্ব হইলে পর রুষিবেন রাণী

(ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানুমতী — পূজার প্রসূন জাহ্নবী জীবন
পশুপতি প্রীত যত আয়োজন
আন আরাধিব বৃষভ বাহন
বাড়িছে বেলা

সখী। — পুষ্প পাত্রে পূর্ণ পূজার প্রসূন
কনক কলসে জাহ্নবী জীবন
এই ধর ধূপ অগুরু চন্দন
পূজাতে প্রসন্ন হউন হর।

(পুষ্পপাত্রাদি প্রদান)

গীত

ভানুমতী হে শিব শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর
বিঘ্ন বিনাশন
ভুজগ ভূষণ বৃষভ বাহন
পতিত পাবন
(কোরস)

সখী বম্ বম্ হর হর, দেব দেব দিগম্বর,
পঞ্চানন পুরহর, ব্যোমকেশ বিশ্বেশ্বর।
জটা জুটে তরল তরঙ্গা
ফিরে গভীরে গরজি গঙ্গা
করে ডমরু বদনে শিঙ্গা
বাজত সঘন।

সখী। কি সুন্দর শোভা প্রভাতে এখন!
ফুলে ফুলে ফেরে পরিমল পাই।
গুঞ্জরি সঘনে, লুটিতেছে মধু
প্রভাত পবন সুগন্ধ সঞ্চারি,
কাঁপায়ে কানন সরসী সলিল।
শাখায় শাখায় বসিছে বিহগ
কাকলি করিছে, ঝর ঝরে তায়
নীহারের নীর পড়ে, প্রকৃতির
আনন্দ অশ্রু।

শিশির সম্পাতে সিক্ত দূর্ব্বাদলে
বন বিটপীর শ্যামল শিরেতে
ভাতিছে ভানুর কনক কিরণ।
আমরি,
কি সুন্দর সাজে সেজেছে প্রকৃতি
প্রভাত পরশে।

গীত

আজ কিবা চারু শোভা করে সখি দরশন।
নিরখি নয়ন মন সুখরসে নিমগন।
ফুটিয়াছে ফুলবালা, কানন করিয়ে আলা
মধু পিয়ে মাতোয়ারা, গুঞ্জরিছে অলিগণ।
পুলকে পূরিয়া প্রাণ, তুলিছে তরল তান,
বিনোদিনী বিহঙ্গিনী, আমোদেতে অনুক্ষণ।
সমীরণ মৃদু মৃদু, বহিতেছে ফুলমধু,
কাঁপিছে কানন লতা, পেয়ে সেই পরশন।
শ্যামল ধরণীতল, উথলে সরসী জল,
প্রকৃতি প্রমোদে হাসে প্রমোদে মাতায়ে মন।

ভানুমতী স্বভাবের শোভা নিরখিয়ে নিত্য
পুলকে পূরিত প্রাণ ;—কিন্তু আজ
নিরানন্দ ভাব অনুভব করি।

সখী। রাজ রাজেশ্বর—
পৃথিবী পূজিত পতি বিক্রমে বিশাল
শূর সীমন্তিনী তুমি,
এহেন ভাবনা কভু সাজে কি তোমার?
পূজিলে পিণাক-পাণি বিঘ্ন বিনাশন
পতির মঙ্গল হেতু, আরো বলি শোন
সহস্র সহস্র গাভী দ্বিজে কর দান
বিপন্নে বিতর ধন, রবেনা অশুভ।
পূজার সংযম হেতু—
সারানিশি উপবাসী, চল গৃহে যাই।

গীত

লোচন লোভা দেখ্‌লো শোভা
রাঙ্গা রবি সোণার সাজে।
নীলাকাশে উঠ্‌ছে হেসে
ধীরে ধীরে মেঘের মাঝে।
আকাশ পথে আলোক মাখি
সুধার স্বর ছড়ায় পাখী
উষার উজ্জ্বল কনক করে
ধরাধনী কেমন রাজে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা ভবন।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী।

ভীম। আজন্ম অবধি পাণ্ডবে পীড়িল
দুষ্ট দুরাচার—বাল্যে বিসর্জ্জিল
জাহ্নবীর জলে—পাতাল পুরেতে
পাইলাম প্রাণ বাসুকীর বরে।
বিদুরের বুদ্ধিবলে
বারণাবতের হুতাশন হতে
পরিত্রাণ পাই ;—কপট পাশায়
সর্ব্বস্ব প্রদানি বঞ্চিলাম বনে
নিবৃত্ত না হ'ল তাতে—নিয়োজিল
দূত দ্রৌপদীরে প্রতারণা পাতি
হরিয়া আনিতে—ওরে রে বর্ব্বর
ভুজঙ্গ ভূষণ মস্তকের মণি
হরিবে মণ্ডুকে ? শৃগালের সাধ
হয় হরিবারে কেশরী কামিনী ?
প্রতি পদে পদে শত্রুতা সাধন
করিছে কৌরব।

বিদারিয়া বক্ষ দুষ্ট দুঃশাসনে
বধিব বলেছি—
কুরু কুলাঙ্গারে পাড়িব প্রহারে
উরু যুগ ভাঙ্গি ভীম গদাঘাতে
আর্য্য ! বাহুবলে বিপক্ষে বিনাশি
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পালি—
পাণ্ডবের প্রাপ্য সমস্ত সাম্রাজ্য
অধিকার করি —

যুধিষ্ঠির । ভাই ভীম
ভ্রাতৃ ভাব ভুলি কেমনে কৌরবে
বিনাশিব বল ?
স্বজন শোণিত পাতে প্রাপ্য এই
সামান্য সাম্রাজ্য
বিনিময়ে বনবাস ভাল ।

ভীম । কৌরব কৃপার পাত্র ?
দেব ! ভ্রাতৃ ভাব কৌরবের সহ ?
কৌরবের দুঃখে দহিবেক দেহ ?
শত্রুর শোণিত পাতে পরিতাপ ?
যাদের কুচক্রে পড়ি পঞ্চ ভাই
ত্যজি রাজ্য ভোগ স্বজন সুহৃদ

শ্বাপদ শঙ্কুল বিপদ বেষ্টিত
দুঃখময় বনবাসে
বল্কল বসনে কাটালেম কাল
বরষার বারি, তপনের তাপ,
শিশির সম্পাত শিরোপরে ধরি।
কি বলিব দেব। ওহো অবশেষে
বিরাটের বাসে দাসত্ব করিনু
কৃষ্ণার কুন্তল আকর্ষণ কারী,
পাণ্ডব পীড়ক ঘোর পাপাচারী
দুঃশাসন আদি, বৈরী বিনাশনে
হৃদয়ে হইবে দুঃখের সঞ্চার ?
জতুগৃহ দাহ, বিষান্ন প্রদান
অক্ষক্রীড়া আদি অত্যাচার সব
অনল অক্ষরে আছে হৃদে গাঁথা।
শমী হৃদে লীন পাবকের প্রায়
দিবানিশি দেব দারুণ দহনে
পুড়িছে এ প্রাণ, এ জ্বলন্ত জ্বালা
এ মর্ম্ম কালাগ্নি, জুড়াবেনা কভু
জীবন্ত থাকিতে ধার্ত্তরাষ্ট্র কুল।
নাহি কাজ দেব—

কৌরবের সহ সন্ধি সংস্থাপিয়া—
দেহ আজ্ঞা দাসে একেশ্বর আমি
মৃগযূথে যথা মারে মৃগরাজ
কিম্বা কাকোদরে বৈনতেয় যথা—
সমূলে সংহার করি কুরুকুলে।

দ্রৌপদী ভীমসেন ভেবেছ কি—
সন্ধিতে সম্মত হবে কৌরবেরা কভু ?
অথবা—
সমরে সম্মত হবে পাণ্ডবের পতি ?
পাঞ্চালীর প্রগল্ভতা ক্ষমাকর দেব !
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি, কিন্তু বীরবর
প্রতিজ্ঞা করিলে পূর্ব্বে
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে
কৃষ্ণার কবরী হায় বাঁধিবে বলিয়া—
সে প্রতিজ্ঞা বীরবর ভুলিলে কেমনে ?

ভীম সম্ভব শুখাবে সিন্ধু অসীম অ কাশ
পড়িবে পৃথিবী পরে গ্রহতারা সহ।
দিবাকর দীপ্তি হীন
হুতাশন হীনপ্রভ সম্ভব হইবে
পাঞ্চালি! প্রতিজ্ঞা তবু ভুলিবেনা ভীম।

হায় কৃষ্ণা ! রুদ্ধ বীর্য্য নিগড় নিবদ্ধ
মাতঙ্গের মত ভীম বিক্রম বিহীন !
অগস্ত্যের বাক্যে বদ্ধ বিন্ধ্যগিরি মত
উচ্চশির নত হায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে—
নতুব —
শঙ্করের শূলসম সর্ব্ব সংহারক,
বাসবের বজ্রবৎ বিশ্ব বিদারক,
কৃতান্তের দণ্ডপ্রায় নিখিল নাশক,
শত্রুনাশ কারী এই গদার প্রহারে
সমূলে নিন্মূল করি কৌরবের কুল
কোন কালে করিতাম প্রতিজ্ঞা পূরণ

দ্রৌপদী দেব ! দুঃশাসন বিমুক্ত এ বেণী
অবদ্ধ কি তবে আজীবন রবে ?—
অথবা আপনি ধনুর্ব্বাণ ধরি
পশিব সংগ্রামে শত্রু সংহারিতে ?
পতির প্রতিজ্ঞা পালিবে কি পত্নী ?

ভীম। দেব !—
এ কথা শ্রবণে হায় কোন ক্ষত্রিয়ের
বহেনা বিদ্যুৎ বেগে শোণিত শিরায় ?
প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলিত হয়না হৃদয়ে ?

অহো পরিতাপ মম,
কালান্তক সর্পশিরে পদাঘাত করি
প্রদীপ্ত পাবকে পশি অক্ষত শরীরে
এখনও জীবন্ত আছে ধার্ত্তরাষ্ট্র কুল ?

দ্রৌপদী। নিদাঘ নীরদ কাছে—
বারি আশা বীরবর বৃথা আকিঞ্চন !
পত্নীর পিষ্কন হয় —পত্নীব পীড়ন
নীরবেতে নিরীক্ষণ করেছেন যিনি
সে জন জাগিবে ভাব ও কথা শ্রবণে ?
প্রলয় পবনে সিন্ধু স্থির ভাবে থাকি
মাতিবেক মৃদু মলয়াতে ?—
শ্রবণ বধির ঘোর অশনি সম্পাতে
পর্ব্বত পতন শব্দে যেজন জাগেনা
হায়! কোলাহলে তারে জাগাইতে চাও?

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা। ধৈর্য্যধর—
ভাই ভীম! পুণ্য পথে মরণ মঙ্গল
অধর্ম্মের অভ্যুদয় নহে শ্রেয় তবু।
এ পৃথিবী পরে
পাপের প্রতিফল, পুণ্যের পুরস্কার
অবশ্যই আছে।

ভীম। দেব তাহলে কি
পাপিষ্ঠ প্রধান এই দুষ্ট দুর্য্যোধন,
বয়স্য বেষ্টিত হয়ে হেম হর্ম্যতলে
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি ভুঞ্জিত এসুখ ?
আর—দীন হীন বেশে অরণ্যে আমরা
শ্বাপদের সহবাসে কাটাতেম কাল ?
আজন্ম ধরিয়া ধর্ম্মে পালিয়া পাণ্ডব
কি ফল লভিল হায় কহ ধর্ম্মরাজ
ভিক্ষা বৃত্তি বনবাস দাসত্ব ব্যতীত ?
বলিতে বিদরে হৃদি হে পাণ্ডব পতি
পাণ্ডবের পিতৃরাজ্য শাসিছে কৌরব!
সুরসেব্য সুধা দেব আস্বাদে অসুরে!
সুরভোগ্য স্বর্গ রাজ্যে দৈত্য দুরাচার।
সিংহের আসনে হায় বসেছে শৃগাল!
ভেকেতে ভুঞ্জিছে দেব পদ্ম পরিমল।
সহজে দিবেনা রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার
দেহ আজ্ঞা দাসে,
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম তেজ প্রকাশিয়া,
কৌরবের রাজছত্র দলি পদতলে,
কুমন্ত্রণা কারী কর্ণ শকুনি সহিত

কুরু কুল কুলাঙ্গারে সমূলে সংহারি,
দুঃশাসন দুর্ম্মতির সুতপ্ত শোণিতে,
বাঁধিয়ে বিমুক্ত বেণী প্রিয়া পাঞ্চালীর,
প্রতিহিংসা প্রশমিয়া প্রতিজ্ঞা পালিয়া,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম দেব প্রতিজ্ঞা পালন
পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্য অধিকার করি।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডব সখে।
সন্ধির সংবাদ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিতে সম্মত নয় রাজা দুর্য্যোধন
সমর সজ্জ করুন

যুধিষ্ঠির পিতৃতুল্য পিতামহ, আচার্য্য প্রবর
স্বজন সম্পদ সহ এই জ্ঞাতি কুল
সামান্য সাম্রাজ্য তরে সংহারিব সব ?
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন
জ্ঞাতি বধ, ভ্রাতৃ বধ, বান্ধব বিনাশ ?
কুলক্ষয় মহাপাপ দেব চক্রপাণি
লউক সকল রাজ্য ভাই দুর্যোধন
পুনঃ যাব বনবাসে ভ্রাতৃগণ সহ।

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ !
ক্ষত্র হয়ে হবেনাক অতি ক্ষমাশীল
তেজ কালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে।
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার অতি দুর্য্যোধন
ক্ষমা যোগ্য নহে সেই পাপিষ্ঠ পামর
তাহার বিনাশে পাপ স্পর্শিবেনা কভু

যুধিষ্ঠির ধনুর্দ্ধারী অগ্রগণ্য ভীষ্ম কর্ণ আদি
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়
কেমনে জিনিব দেব ধার্ত্তরাষ্ট্র কুলে ?
সহায় সম্বল শুধু একমাত্র তুমি।
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
শশাঙ্ক বিহনে দেব শর্ব্বরী যেমন
সলিল বিহনে যথা মীনের জীবন—
তোমার অভাবে কৃষ্ণ পাণ্ডব তেমন।
আশ্রিতে অভয় দিযে হে বিপদ বন্ধু
বিষম বিপদে এবে হও অনুকূল।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাণ্ডব পতি !
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন
পাণ্ডবের প্রেমপাশে সদ বাঁধা আমি।

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ !

যে ভীম জিনিল যুদ্ধে যক্ষ রক্ষ গণে
বীরত্ব বিক্রম যার অতুল জগতে—
মহাবল কালকেয় নিবাত কবচে
দেবের অবধ্য দৈত্যে যে পার্থ নাশিলা,
যে পার্থ জিনিয়া রণে রাজ রাজেশ্বরে
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর—
সুরাসুর কম্পবান যে পার্থ প্রতাপে—
হেন ভীমার্জ্জুন দোঁহে সহায় যাহার
সহায় যাহার দেব আপনি শ্রীপতি
কৌরব সহিত রণে শঙ্কিত সেজন ?

ধর্ম্মরাজ।
অচিরে বিনষ্ট হবে কুরুবংশ পতি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাণ্ডব নাথ।
পাপেপূর্ণ কুরুকুল মজিবে নিশ্চয

কহ দেব।
ভীম সম পরাক্রম কার ত্রিভুবনে ?
পার্থের প্রতাপ তুমি আছ অবগত
আমিও সহায় হব হইয়া সারথি
ভীমার্জ্জুন দোঁহে
সমূলে নির্ম্মূল দেখ করিবে কৌরবে।

যুধিষ্ঠির। যার কৃপা কটাক্ষেতে নর অনায়াসে তরে
দুস্তর সংসার সিন্ধু লভে দিব্য গতি
অখিল অনন্ত পতি সেই শ্রীনিবাস
আশ্রিতে অভয়দান দিতেছেন যবে
কিভয় তখন আর।
কুলের মঙ্গল হেতু পূজিবে পাঞ্চালী
প্রতিদিন ইষ্টদেবে শুদ্ধাচার সহ।
কুলাঙ্গনা রীতি কৃষ্ণা করহ পালন।
সুপ্রসন্ন হলে দেব হবে সুমঙ্গল
দ্বিগুণ বাড়িবে বল দৈব আরাধনে।
ধর্ম্ম বিনা জয়লাভ হয়না কখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
আর এক কথা কৃষ্ণা।
অধীর হয়োনা কভু প্রমাদ পড়িলে।
কত জয় পরাজয় হবে দুই দিকে
কে করে নির্ণয় তার—যাও যাজ্ঞসেনী
পাণ্ডবের পরিণামে—ভবিষ্যৎ ভাগ্যে
দেখ কিবা আছে; দেখ বিধি বিধাতার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণা কবে বিচলিত বিপদে বলন ?
প্রথম পরীক্ষা মম স্বয়ম্বর স্থলে

অচল অটল ভাবে পতির পশ্চাতে
দাঁড়ায়ে দেখেছি রণ লক্ষ রাজা সহ।
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় ধন্য শিক্ষা তব
বিস্ময়ে বলেছি শুধু ;—কুচক্রী কৌরব
পাশার পণেতে নাথ সর্ব্বস্ব হরিলে
দ্রৌপদীকে কি দুঃখিতা দেখেছিলে দেব
দুরদৃষ্টে ?——কত কব আর—
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির পাপ প্রেরণায়,
দুর্ব্বাসা দুরন্ত ঋষি ভোজনান্তে বনে,
ভেটিলে ভয়ার্ত্ত হয়ে বলেছিলে সবে,
"ব্রহ্মকোপে ভস্মীভূত সবে হব আজি"
সে সময়ে স্থির চিত্তে কৃষ্ণাই কেবল
ডেকেছিল দয়াময় শ্রীমধুসূদনে
ভক্ত ভয় ভঞ্জন।
স্বপত্নী সৌভাগ্যে দেব নহি সন্তাপিত
ভদ্রা ভগিনীর পাশে পেয়েছে পাঞ্চালী
দিব্যশিক্ষা দেখিয়াছে বীর ললনার
মূর্ত্তিময়ী চারুচিত্র,—জগত জুড়িয়া
রাখিলা সুকীর্ত্তি,
স্বামীর সারথি হয়ে সুভদ্রা সুন্দরী।

হায়রে এহেন দিন হবে কি আমার ?
দ্রুপদ দুহিতা—সুভদ্রা সপত্নী—
বীর প্রশূনের প্রসূ,
ধুরন্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন—শিখণ্ডীর স্বসা
শ্রী কৃষ্ণের প্রিয় সখী,
বীরের বনিতা আমি, অবাধে সহিব
পতির পুত্রের অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত।

শ্রীকৃষ্ণ সাধ্বী কৃষ্ণা! সাধ্বী!

অর্জ্জুন সুরপুরে শিখিলাম সুরাস্ত্র সকল
তপে তুষি,
পাইলাম পাশুপত পশুপতি পাশে
সার্থক জানিব শিক্ষা, পশুপতি পূজা
যেদিন—হায়রে কভু হবে কি সেদিন ?
বসাইব ধর্ম্মরাজে—ধর্ম্ম অবতার,
হস্তিনার সিংহাসনে—
পাপাত্মা কৌরব কুলে সমূলে সংহারি।

যুধিষ্ঠির যাহ ভীমসেন
সৈন্য সমাবেশ স্থান কর কুরুক্ষেত্রে
অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ আয়ুধ আগার,
হস্তি অশ্বশালা আদি করিয়া নির্ম্মাণ

ভীম
সৈন্য

সসজ্জ হইয়া থাক রণ প্রতীক্ষায়।
একি—একি স্বপ্ন
না—সত্যই—
পাণ্ডবের পতি এবে সমরে সম্মত ?
অনন্ত আঁধার মাঝে এতদিন পরে
আশার আলোকচ্ছটা পাইনু দেখিতে।
অপার আনন্দ দিন আজিরে আমার!
চল অর্জ্জুন।
মিটাই মনের সাধ মাতি মহারণে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৈন্য শিবির।

গণের গীত—

কামিনী কণ্ঠেতে, পীযূষ পুরিত
স্বর সুললিত—
চঞ্চল চরণে, রুনু ঝুনু রব
নূপুর নিস্বতা। (কিবা)

শুনিলে অবশ, মুনির মানস
মদনে মে হিত
বীরের হৃদয়, তাহে নাহি হয়
কভু বিচলিত।
মাতে বীর হৃদি, বং ভেরী যদি,
রণ রণ নাদে—
জলধর ধ্বনি, শিখীবর শুনি
হয় হর্ষিত
চাহিনা রজত, মণি মরকত
প্রবাল প্রভৃতি—
কোদণ্ড কৃপাণ, বর্ম্ম চর্ম্ম বাণ
বীরের বাঞ্ছিত।
সুবর্ণ ভূষণ কুসুম শয়ন
চাহিনা চাহিনা—
অসি শিরে দিয়ে, রণস্থলে শুয়ে
হই নিদ্রাগত।

১ম সৈনিক সতত সমরস্রোতে শত্রুর শোণিতে
কলঙ্কিত করবাল—
কৃপাণ কলঙ্ক রেখা রাখিবনা তব।
(অসি পরিষ্কার করণে নিযুক্ত)

২য় সৈনিক (কোদণ্ড আকর্ষণ করত)

কোদণ্ড কোথায় তব সে ভীম টঙ্কার ?
শ্বাপদ শঙ্কিত নয় এটঙ্কার শুনি !
(কোদণ্ড সংস্কারে নিযুক্ত)

৩য় সৈনিক। বিদারি বিপক্ষ বক্ষ অজস্র আহবে
আয়ুধের অগ্রভাগে সে তীক্ষ্ণত নাই।
(অস্ত্রের অগ্রভাগ শানিত করণ)

(নেপথ্যে গীতধ্বনি)

স্বর্গীয় সুধার স্বরে কে করিছে গান ?
বীরগণ
মহাহবে মত্ত হব অচিরে আমরা
কে জানে কি হবে রণে। এস সবে শুনি
জন্মভূমি ভারতের মহিমা কীর্ত্তন।

(গীত গাইতে ২ গোপিনীর প্রবেশ)

জিনি অলকা পুরী দেব নিকেতন
ভূতলে ভারত ভূমি সুখের সদন
প্রকৃতির প্রিয়তম, সৌন্দর্য্যেতে নিরুপম
এ ভারত বিধাতার মানস সৃজন।
কোথায় কাননে এত, ফুটে পুষ্প অবিরত
পরিমলে পারিজাত পরাভব পায়—
তুলিয়া তরল তান, পুলকে পূরিয়া প্রাণ
ভারত বিহঙ্গমত কে গায় এমন।

কুসুম কোমল কায়, ললিত লতিকা প্রায়
সরলা সতীর সার ভারত ললনা—
পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী, ভারতের ভাগীরথী
ত্রিলোকে তটিনী কোথা ইহার মতন।
দিবাভাগে দিবাকর, শর্ব্বরীতে শশধর
কোথা হেন শোভা ধরে আলোকে আকাশ।
কাহার জলধি জলে, অসংখ্য রতন জ্বলে—
ভূগর্ভে কাহার জন্মে রজত কাঞ্চন।
কোথা আছে মুনিগণ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
বশিষ্ট গৌতম গর্গ শংক সমান
ধরামাঝে ধুরন্ধর, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর
কোথা আছে বীর কুল ভারতে যেমন

(যোগিনীর প্রস্থান)

(সৈন্যগণ সমস্বরে)

ধরামাঝে ধুরন্ধর অদ্বিতীয় ধনুর্ধর
কোথা আছে বীরকুল ভারতে যেমন।

(শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির বিরাট দ্রুপদ আদি পাণ্ডবের পক্ষ
মিত্র মহীপাল—
সাত্যকী সমরে ধীর বিক্রমে বিশাল
সসৈন্যে আইল সাজি করিতে সমর

পঞ্চ অক্ষৌহিনী সেনা হইল সংগ্রহ
কি করিব আজ্ঞা এবে কর কৃপাময়

শ্রীকৃষ্ণ — শুভদিন আজ—
শুভ যোগে যাত্রা আজ কর যুধিষ্ঠির
মুষল মুদ্গার পাশ পরশু পরিঘ
শেল শূল শক্তি আর শাণিত শায়কে
পরিপূর্ণ করি তূণ—সাজ সৈন্যগণ !
কটিতে কৃপাণ লও করেতে কোদণ্ড
সিন্ধুর কল্লোল সম ছাড়ি সিংহনাদ
বীরমদে ধীরপদে হও অগ্রসর
দেব দত্ত শঙ্খনাদ কর ধনঞ্জয়
সিংহনাদে শঙ্খনাদে পূরুক পৃথিবী !

(সর্ব্বাগ্রে পাঞ্চজন্য বাজাইতে বাজাইতে
শ্রীকৃষ্ণের গমন তৎপর অর্জ্জুন ও তৎপরে
সৈন্যগণের প্রস্থান) ।

সৈন্যগণ — যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ
যথা কৃষ্ণ তথা জয়
জয় জয় পাণ্ডবের জয় ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কৌরব শিবির।

(দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, ও অন্যান্য বীরগণ আসীন)

দুর্য্যোধন। শুনহে বীরেন্দ্র বর্গ, ভারত ভূষণ—
শুন সখা অঙ্গরাজ মদ্র অধিপতি
নিশান্তে নক্ষত্র মত,
একে একে প্রতিদিন পড়িছে সমরে
কৌরব ভরসা মরি মহারথী সব।
পড়িয়াছে পিতামহ—ত্রিভুবন ত্রাস
দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য—অজেয় আহবে
শত শত শূর আর জগত জুড়িয়া
আছিল যাদের যশ মহারথী বলি।
নিদারুণ নিদাঘেতে একে একে যথা
খসি পড়ে পত্র পুঞ্জ তরু অঙ্গ হতে
পড়িছে পদাতি, সাদি, রথী রণ রঙ্গে
প্রতিদিন ;—রণ শেষে
বিজয় বাজনা বাজে শত্রুর শিবিরে
ভয়ে ভগ্নোদ্যম এবে কৌরব বাহিনী।

কর্ণ। কুরুরাজ।
পূর্ব্বাপর পিতামহ—দ্বিজ দ্রোণাচার্য্য
পাণ্ডবের পক্ষপাতী, যামদগ্ন জয়ী
বিশ্বজিত বীরবরে পরাজিল পার্থ।
বজ্র বিসুখিয় যেই ভূধরে ভেদিতে
সে অভেদ্য অদ্রি বিদারিত বিচূর্ণিত
হায়! হলো মুষ্ট্যাঘাতে!
সমর শিক্ষক গুরু, শিষ্যের সংগ্রামে
পরাভূত হলে হায়!—আলোক আগার
প্রভাকর প্রভাপেয়ে আলোকিত অঙ্গ
সুধাংশু, সহস্র করে জিনিল জ্যোতিতে
বিচিত্র ব্যাপার বটে।
দুর্য্যোধন। যা কহিলে সত্য সব।
এ কাল সমরে শুধু ভরসা তোমার।
বীর বৈকর্ত্তন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তব হয় কি স্মরণ?
কৌরব সভায় বসি বাসুদেব যবে
বাখানিল বীরপণা প্রতাপ পার্থের
বলেছিলে বীরবর "সম্মুখ সংগ্রামে
বুঝিব বিক্রম কত ধরে ধনঞ্জয়"!

সত্যসন্ধ তুমি শূর,
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত পণ, পূর্ণ কর এবে
৽ ণ্ডব ভরসা পার্থে সমরে সংহারি

কর্ণ কৌরব ঈশ্বর।
সারথীর গুণে শুধু অজেয় অর্জ্জুন
অশ্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সারথি সহায়ে
নিমিষে নাশিতে পারি পাপিষ্ট পার্থেরে।

দুর্য্যোধন অঙ্গদেশ অধীশ্বর! শূরসিংহ শল্য,
ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, শ্রমত্র, সুশর্ম্মা,
বৃহদ্বল, বাহ্লিকাদী বীর বৃন্দ মাঝে
শ্রীকৃষ্ণ সম ন কেবা সারথ্যে সুপটু
আমারে কহতা শুনি।

কর্ণ কুরু কুল পতি।
মহাবল মদ্ররাজ সাক্ষাৎ শমন
শত্রুর সংগ্রাম স্থলে পরম পণ্ডিত
অদ্বিতীয় অশ্বশাস্ত্রে, সারথ্য স্বীকার
করিলে সে মদ্রপতি
নিষ্পাণ্ডব করি পৃথ্বী কালিকার রণে।
অরুণ সহিত সূর্য্যে সমুদিতে হেরি
আঁধার পলায় যথা, পলাবে তেমতি

পার্থের পতনে—
ভয়াকুল ভূপকুল পাণ্ডব পক্ষীয়।
দুর্য্যোধন। সকলি সম্ভবে তোমা
শূর শিরোমণি তুমি বিক্রমে বিশাল।
মাতুল কিমত তব ?
পার্থ পরাজয় হেন মঙ্গল প্রস্তাবে
অবশ্য সম্মত তুমি।
শল্য। কি বলিলে কুরুরাজ
সূতের সারথী হবে শ্রুতকীর্ত্তি শল্য ?
যে কর শোভিত সদা শত্রু সন্তাপন
সর্ব্ব সংহারক ভীম শরাসন শরে,
তীক্ষ্ণধার তরবারে,
তুরঙ্গ তাড়ন কশা ধরিব সে করে ?
শল্যের শূরত্ব,
বীরবীর্য্য বাহুবল, বসুন্ধরা ব্যাপ্ত
দুর্য্যোধন। সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত
কর মোরে কাল রণে,
সমূলে সংহার করি পাপিষ্ঠ পাণ্ডবে।
নতুবা বিদায় দাও নিজ রাজ্যে যাই।
কুমতি কর্ণের বাক্যে,

আমারে অবজ্ঞা কর সবার সমক্ষে।
মানধন অগ্রযায়ী তুমি মহারাজ—
মানীর মর্য্যাদা মান,
উচিত রক্ষণ তব সদা সাবধানে।

কর্ণ। কে নিন্দিল তোমা, কে করিল দোষারোপ
বীরত্বে বিক্রমে তব কহ মদ্ররাজ ?
মহতের অনুচিত প্রগল্ভতা হেন।
সামান্য সমীরে সিন্ধু, ভূকম্পে ভূধর
অধীর হয়না কভু ;—শুন সবিশেষ—
পূর্ব্বাপর হেন প্রথা আছে প্রচলিত,
রথী হতে শ্রেষ্ঠ জনে করিতে সারথী
ত্রিপুরে সংহারে শিব,
পিতামহ পদ্মাসন সারথি সহায়ে
বাসব বধিল বৃত্রে বৃহস্পতি বলে।

দুর্য্যোধন। হে মাতুল !
কৌরবের হিতব্রতে ব্রতী তুমি সদা।
পূরাও প্রার্থনা মম,
সারথ্য স্বীকার করি সখার সুবাহু।
শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণে তুমি,
তব বলে হয়ে বলী,

বধিবে বিপক্ষে বীর বধিল যেমতি
ব্রহ্মারে সারথী করি ত্রিপুরে ত্র্যম্বক।

শল্য। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলি বাখানিলে
বীরবৃন্দ মাঝে মোরে ; কুরু কুলপতি।
পাইনু পরম প্রীতি একথা শ্রবণে
সারথ্যে স্বীকৃত আমি ; কিন্তু কুরুরাজ
অর্জ্জুন ও অঙ্গরাজে প্রভুত প্রভেদ
সূতপুত্র পারিবেনা পার্থে পরাজিতে।

দুর্য্যোধন মদ্ররাজ!
মর্ত্ত্যভূমে কবে জন্মে, স্বর্গ সুশোভন
পুষ্প পারিজাত ?
সামান্য নারীর গর্ভে কে শুনেছে কোথা
অক্ষয় কবচ অঙ্গে আদিত্য সঙ্কাশ
কিরীট কুণ্ডল সহ জন্মিতে কুমার ?
সখা সূত পুত্র নয়।—

শল্য। কুরুরাজ.
অর্জ্জুনের অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ রথ
অক্ষয় তুনীর দ্বয়, গাণ্ডীব ধনুক
পাশুপত আদি অন্য সুরাস্ত্র সকল
অজেয় সবার।

কর্ণ। পাবক প্রদত্ত রথ অক্ষয় তূনীর
গাণ্ডীবের গর্ব্ব বৃথা কর বার বার।
সামান্য শরাশন—
নহে এ বিজয় ধনু মম ; পূর্ব্বে ইহা
শূর শিল্পী,
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল বাসবের তরে
বিনাশিতে দৈত্য দল।
দুর্দ্দান্ত দানবে দমি দেবেন্দ্র দিলেন
ভার্গবে এ চাপ।
গুরুকে প্রসন্ন করি পাইয়াছি এই
দেব দত্ত দিব্য ধনু অবশেষে আমি।
আমার (ও) তূনীর পূর্ণ সর্ব্ব সংহারক
বিশ্ব নাশি ব্রহ্মাস্ত্রে।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে কাল মদ্ররাজ
সম্মুখ সংগ্রামে—
বুঝিবে সমর শিক্ষা বীরত্ব দোঁহার ;
প্রদীপ্ত পাবক সম শানিত শায়কে
সৃজিয়া কালাগ্নি ঘোর বধিব বিপক্ষে...
পাপাত্মা পাণ্ডব সহ
শত্রু শূন্য হবে কাল কুরু অধিকারী।

দুর্য্যোধন জয়াশা জাগিল পুন অন্তরে আমার
সুররাজ সংহারিলা অসুরে যেমতি
ক্ষিতিপতি ক্ষত্রকুলে যামদগ্ন্য যথা
তেমতি বিনাশ বীর পাপিষ্ঠ পাণ্ডবে।
হে সখা সারথি শ্রেষ্ঠ।
মাতলির মত মহাবল মদ্ররাজ
রক্ষিবেন রণে তোমা
নির্ভয়ে পশিও কাল সমরেতে শূর।
চলহে বীরেন্দ্র বর্গ—
লভিগে সমর শ্রান্তি সুনিদ্রার ক্রোড়ে।

(দুর্য্যোধন, শল্য ও অন্যান্য বীর গণের প্রস্থান)

কর্ণ পূর্ব্ব কথা পড়ে মনে আজ অনিবার
মহাদ্রি মহেন্দ্র শিরে থাকিতাম যবে
পরশুরামের পাশে অস্ত্র শিক্ষা আশে,
কোদণ্ড লইয়া করে সন্ধ্যা সমাগমে
শানিত সায়কে পূর্ণ পৃষ্ঠেতে তুনীর
ভ্রমিতাম প্রতিদিন সে গিরি গহনে
বিনালক্ষে ইতস্ততঃ বাণ বরষিয়া।
গ্রহদোষে এক দিনে—
ব্রাহ্মণের গাভী এক বিঁধিলাম বাণে

অভিশাপ দিল বিপ্র ;—"মহারণ মাঝে
বসুধরা রথ চক্র গ্রাসিবেক বলি"।
আশ্রম ভিতরে গুরু আর এক দিন
শায়িত ছিলেন মম উরুর উপর
কর্ম্মনাশা কীট এক আসিয়া সেথায়
ব্যথিতে লাগিল মোরে দারুণ দংশনে—
শ্রম শ্রান্ত গুরু সুপ্ত উরুর উপর,
ধৈর্য্য ধরি রহিলাম নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে।
শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলে গুরুর
চমকি চাহিলা দেব—কহিলেন রাম
ছদ্ম বেশে ছলিয়াছি ধ্যানেতে জানিয়া
বিপ্র বলি জামদগ্ন্য জানিতেন মোরে,
কহিলেন কোপভরে—শিষ্য স্নেহ ভুলি
"জীবন সঙ্কট রণে হবেনা স্মরণ
আমার প্রদত্ত অস্ত্র তোর দুরাত্মন"।
জীবন সঙ্কটাপন্ন মহারণ কালে
ভার্গবের বিশ্বনাশী ব্রহ্মাস্ত্র সকল
থাকে যদি স্মৃতি পথে রণরঙ্গে কালি—
কি ছার সে পার্থ তারে করিনা গণন
আসে যদি আখণ্ডল অমর সহিত

শূল হস্তে শূলপাণি অথবা আপনি,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ পন্নগ প্রভৃতি
বিধ্বংসিব সবাকারে ব্রহ্মাস্ত্রের বলে।
গুরুদেব!
স্মৃতি হারা করোনাকো কালিকার রণে।

(প্রস্থান)

(শূন্যে কুরুকুল লক্ষ্মীর প্রবেশ)

গীত

পাপেতে পূরিল কুরুকুল
মজিল এবার।
কেমন করে এপাপ পুরে
থাকি আমি আর।
বিরহ বিধুরা বিধবা বালার
সকরুণ স্বর নয়ন আসার
কাতর করিছে অন্তর আমার
আহা অনিবার।
বিবিধ বিধানে কুরুকুলেশ্বরী
সেবিতে সাদরে দিবা বিভাবরী
মায়াতে মরি সে সব স্মরি
যাই যাই তাই ফিরে চাই—

বহে লীলা স্রোত বিলম্বিতে নারি
ব্যাকুল বসুধা ক্লান্ত মন্দাধারা
ভূভার হরিতে বৈকুণ্ঠ বিহারী

মঞ্চ আঁধার

(কুরুকুল রমণীর ক্রন্দন)

পট পরিবর্তন।

উপবন। (ভানুমতী ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

ভানুমতি। কুরুকুল কুলবধূ রোদনের রোলে
পূরিয়াছে পুরী—
কৃতান্ত কুঠারে ছিন্ন পাদপের পদে
বিলাপে ব্রততী সম।
কাঁদিছে কাতরে তথা বিধবা বালারা
সকরুণ স্বরে স্মরি মৃত পতি পদ।
কুরুকুল কামিনীর
চন্দন চর্চ্চিত তনু ধূলি ধূসরিত।
শর্ব্বরীর শেষে,
নিরখি নিস্তারা নভে নিশানাথে যথা
বিষাদিত হয় হৃদি, মুকুতার মালা
মরকত মণিময় অঙ্গ আভরণ
বিহীন কামিনী কুলে—

দেখিলে দারুণ দুঃখে দেহ দহে তপা।
সুকণ্ঠে সঙ্গীত সহ নাচিত নর্ত্তকী
নূপুর নিক্কনি যেথা নিত্য নিশান্ত গে
মুরজ মুরলী মরি বীণা বেহালার
শ্রুতি সুখকর স্বরে
বহিত আনন্দ স্রোত সতত যে ধামে,
অমরের অলকার মত চিরানন্দ
সেই সুখের সদন,
বলিতে বিদরে বুক বিষম বিষাদে
শ্মশান সমান আজ বিধি বিড়ম্বনে।
নাহি কাজ কাল রণে ক্ষমা দাও নাথ
অবলার আর্ত্তনাদ অনিবার আর
পারিনা শুনিতে

দুর্য্যোধন। ভানুমতি! আগে -
শত্রুর শোণিত স্রোতে প্রক্ষালিব পদ
তার পর ক্ষমা —

ভানুমতী। শত্রুর শোণিত স্রোতে প্রক্ষালিবে পদ?
নিশিথে নিদ্রায় নাথ নিরখিছ স্বপ্ন!
বৈকুণ্ঠ বিহারী কৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ!
পাণ্ডবের পরাজয় নাহি কোন কালে।

দুর্য্যোধন। ভানুমতি! প্রিয়ে একি ভ্রান্তি তব?
শঠ শিরে মণি নন্দের নন্দন
বৈকুণ্ঠ বিহারী পরম পুরুষ?
ভানুমতী নিঃসন্দেহ নাথ—
কৃষ্ণের কাহিনী জানে জগ জনে
কংশ কারাগারে জনমিল যবে
বন্দি বাসুদেব দেবকী দেখিলা
শিশু শ্রীকৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড
পিশাচী পূতনা কংশের কিঙ্করী
বধিলা বালক;—শ্যাম সোহাগিনী
রখিতে রাধারে, ঘুচাতে রাধার
কালা কলঙ্কিনী নাম,
শ্যামরূপ ত্যজি হইলেন শ্যামা
কুঞ্জে কালাচাঁদ—কালিন্দীর কূলে,
তমালের তলে বাজাত বাঁশরী
বংশী বয়ান, শুনিতে সে স্বর
উজানে বহিত যমুনার বারি।
ব্রজবাসীর
সুরীশ্বর সহ বাধিলে বিবাদ
পুষ্কর প্রভৃতি জলধর জালে

আদেশিল আখণ্ডল
বিনাশিতে ব্রজ বারি বরষিয়া—
গোবৰ্দ্ধন গিরি
তুলিয়া শ্রীহরি রাখিলা গোকুলে।
পারিজাত হরণ,
কংশ বিনাশন, কালীয় দমন
প্রভৃতি লীলা নিরখি
শ্রীকৃষ্ণে সন্দেহ কেন কর নাথ
বৈকুণ্ঠ বিহারী বলি ?

দুর্য্যোধন। খদ্যোতে ক্ষণদাপতি সরসীরে সিন্ধু
মৃৎপিণ্ডে মহাদ্রি বলা অসঙ্গত অতি
যাই হ'ক
পাণ্ডব পীড়িত সদা কৌরবের করে—
কিন্তু আজ,
একাল সমরানলে প্রজ্বলিত যাহা
পাপিষ্ঠ পাণ্ডব তরে,
প্রাণাধিক পুত্রগণে সোদর সকলে
নিহত নিরখি ক্ষান্ত দিব রণ রঙ্গে ?
গগনের গায়
নিশানাথ সহ সূর্য্য যুগপৎ যথা

পায়না প্রকাশ, প্রিয়ে এ পৃথিবী পরে
কৌরব পাণ্ডব তথা উভয়ে কখন
রবেনা জীবিত।
বৈরী বিনাশন হেতু স্বামীরে সমরে
নিযুক্ত নিরখি,
ক্ষত্রিয় কুমারী কবে ব্যাকুল বলনা ?
উল্লাসে বিকাশে,
বিদ্যুত বারিদ কোলে ঘন ধ্বনি শুনি
সমর নিনাদে নাচে বীরাঙ্গনা তথা।
ভানুমতি। ত্যজি ভয়
ভক্তি ভাবে ইষ্টদেবে পূজ নিরন্তর
কুলের মঙ্গল হেতু ঘুচিবে বিপদ।

ভানুমতি। প্রাণেশ্বর!
তীরস্থিত তরুবরে ঘরে যে ব্রততী
চলোর্ম্মি আঘাত হেরি পাদপের পদে
কাঁপে কি সে কভু ?-কিন্তু হায় প্রতিদিন
ক্ষতমূল মহীরুহ প্রবাহ প্রহারে
প্রাণেশ্বর! প্রাণ কাঁদে নিরবধি তাই।"

দুর্য্যোধন। এহেন ভাবনা প্রিয়ে! সাজেনা তোমার।
জানত জলধি সুতা সতত চঞ্চলা

প্রভাতে পশিবে রণে বীর বৈকর্ত্তন—
সুধাংশু নিরংশু নভে নিবিছে নক্ষত্র
রজনী প্রভাত প্রায়,
স্বহস্তে সমর সজ্জা করিব সংহার
চল যাই।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির—যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

(যুধিষ্ঠির নিদ্রিত।—দ্রৌপদী শুশ্রূষায় নিযুক্ত)

দ্রৌপদী (জনান্তিকে)

পাঞ্চালী—পাণ্ডব পত্নী বীরের বনিতা
বলিয়া বিখ্যাত।
অহো পরিতাপ মম, আজ শত্রুশরে
সম্মুখ সমর হতে পলায়ন পর,
স্বামীর শুশ্রূষা করে পাণ্ডব প্রেয়সী!
সরমে সরেনা কথা
পাণ্ডব পতির পৃষ্ঠে অস্ত্রের আঘাত!
ধিক ধিক ধর্ম্মরাজে
জগত জুড়িয়া যশে কলঙ্কের কালি

প্রদানিলা রণজয়ী,
পতির পাশেতে বসি যোগাইতে অস্ত্র যা
অরাতির অন্ত ঘ ত,
সুধাতে সমর কথা জিব ব বত
কতযে আনন্দ পাই পা রিন ব নাতে।
সে স্বর্গীয় সুখ,
পেয়েছি পাঞ্চালী বটে পার্থের প্রসাদে
স্বয়ম্বর সভাস্থলে লক্ষরাজাম্বুধি
মথিলা বীরেশ যবে বিপুল বিক্রমে,
সন্তোষিতে সর্ব্বভূকে আব র খ ন
ত্রিংশত ত্রিকোটী দেবে বিনাশিলা বীর,
গোবিন্দে গরুড়ধ্বজে করিয়া সংহতি।
যুধিষ্ঠির। কৌরব কুলের রবি পূজ্য পিতামহে
শরশয্যা শায়ী করি,
দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্যে বিনাশি বিগ্রহে
ভাবিলাম পরাজিনু বুঝি দুর্য্যোধনে
কিন্তু হায় মরুমাঝে মরীচিকা ভ্রান্ত
পিপাসার্থ পথিকের মত পৌছিনু
সরোবর সন্নিকটে—আশার ছলনে
মত্ত আমি মূঢ় মতি—দেখ না বলী

অই অঙ্গরাজ সেনা
[illegible] জ্যোতিক
[illegible] ফিরিছে [illegible],
[illegible] দুর্নিবার তেজে
দহিতেছে [illegible] ।
ব্যাকুল [illegible] বরিষণে,
ছিন্ন [illegible] বিপুল বাহিনী,
[illegible] মাঝে,
কি হয় কি হয় আজ নাজানি সমরে ।

দ্রৌপদী । হে পাণ্ডব পতি !—
উত্তরি উত্তাল সিন্ধু গোষ্পদেতে ভয় ?
ভাঙ্গিল ভূধর চূড়া যে বীর বেগে
[illegible] রোধিয়া ?
[illegible] হেন [illegible] কখন !
গাণ্ডীব গর্জ্জন, রথের ঘর্ঘর নিনাদ—
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনি, ধর্ম্মরাজ !
আসিছে অর্জ্জুন—
সমরের সমাচার শুনিবে এখনি ।

যুধিষ্ঠির । বায়ু বিক্ষোভিত
সিন্ধুর কল্লোলসম শুনি সিংহনাদ,

ছাড়িতেছে সেনাকুল—
অযুত অশ্বের হেষা হস্তীর বৃংহিত,
শ্রবণ বধির শব্দ কোদণ্ড টঙ্কার,
আঘাতিয়া মর্ম্মস্থল বর্ম্ম চর্ম্ম ভেদি
ঝন্ ঝন্ স্বনে শুনি পড়ে প্রহরণ—
পাষাণ পড়িছে যেন তুঙ্গ শৃঙ্গ হতে।
নহে রণ অবসান প্রত্যাগত পার্থ
সহসা শিবিরে তবে কিসের লাগিয়া ?
বুঝেছি বুঝেছি
হত বৈকর্ত্তন তাই এ শুভ সংবাদে
আশ্বাসিতে আসিতেছে আমারে অর্জ্জুন।
হেরি হরষিত মুখ
দোঁহাকার তবে অনুমান সত্য মম !

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

বাসুদেব ধনঞ্জয়
সমরের সমাচার কহ শীঘ্র শুনি।
মধুময় মধুমাস আসিবার আগে,
বসন্তের বার্ত্তাবহ কোকিল কূজনে,
পরিমল পরিপূর্ণ মৃদু মলয়াতে
স্বভাবের নব সাজে পুলকিত প্রাণি

হয় যথা বিশ্ব বাসী
অদূরে আনন্দ দিন মনে স্থির জানি
প্রসন্ন প্রফুল্ল ওই আশামাখা মুখ
নিরখি তেমতি ভাসি অপার আনন্দে।
সুনিশ্চয় সমাগত ভাবি সুখ আশে।
কহিছে অন্তর মম, পড়েছে পাপীষ্ঠ
অঙ্গরাজ আজ তব শরে সব্যসাচী
সসাগরা সম্বলিত এ বিপুল বিশ্ব
পাণ্ডবের পদানত হলো এতদিনে!
নিরুদ্বেগে নিদ্রা আজ যাবে যুধিষ্ঠির।
শূর শিরোমণি বৈকর্ত্তনে বিনাশিলে
কিরূপে কিরীটি কহ সম্মুখ সমরে
বিলম্ব না সয় ওহো—সেই সিংহনাদ
প্রলয় বিষাণ যেন মহেশের মুখে
সেই সর্ব্ব সংহারক মহাকাল মূর্ত্তি
অগ্নিময় আঁখিযুগ কম্পান্বিত কায়
এখনো আতঙ্কে মরি ভাবিলে অন্তরে।

অর্জ্জুন। (জনান্তিকে)
একি ভয়ঙ্কর কথা শুনিবারে পাই
উন্মত্ত হয়েছে নাকি পাণ্ডবের পতি?

(প্রকাশ্যে)
আর্য্য ! অঙ্গরাজ সহ সমরে সাক্ষাতে
আজ হয় নাই মম—
এখনো জীবন্ত তাই আছে অঙ্গরাজ ।
হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ !
সংসপ্তকে বিনাশিয়া ফিরিবার কালে
ভেটিনু ভীমেরে পথে, পাবনির পাশে
পাইনু সংবাদ দোঁহে—
আহত আহবে তুমি, পাণ্ডব প্রধান
তোমার কুশল জানি যাইব এখনি
সংহারিতে সূতাধমে ।—

যুধিষ্ঠির । কি কহিলি কুলাঙ্গার !
সেই কালান্তক কাল অগ্নি অবতার
এখনও জীবন্ত ?-হায় অলোক আগার
সুখের স্বরগ হতে অনন্ত আঁধার
পড়িনু পাতাল পুরে ।—
ডুবিল আশার তরি হায়রে অপার
নিরাশার নিরে —
কুক্ষণেতে কুন্তীমাতা রে কুল কজ্জ্বল
ধরিল জঠরে তোরে দৈব বাণী হলো

তোর জন্মদিনে
"সসাগরা সম্বলিত মেদিনী মণ্ডল
আমারে জিনিয়া দিবি," হায় আশামদে
মত্ত আমি, রে বর্ব্বর—
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ কোন মতে।
শোন মন্দমতি—
আপনি সারথী হয়ে, কৃষ্ণে কর রথী
অচিরে বিনষ্ট হবে অরাতি নিকর।

অর্জ্জুন। অহরহ আজ্ঞাবহ যার যন্ত্রগতি
ভৃত্যভাবে যারে সেবি, হায় যার সহ
এক স্রোতাধীন হয়ে, কালসিন্ধু পানে
ভাসি সদা সম ভাগ্যে—
তাহার বদন হতে হায়রে এহেন
দারুণ দুর্ব্বাক্য আজ হইল বাহির?
ভ্রাতৃ ভক্তির ভাল
পুরস্কার প্রদানিলা অবেশেষে আর্য্য!
কঠোর কুলীশ হতে মরি মর্ম্মভেদী
বিষময় বাক্য বাণে—
অন্তরের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়,
কাল কূট হতে কটু হলাহল হায়

দিয়াছ ঢালিয়া।
কি কহিলে ধর্ম্মরাজ—"কুলের কজ্জল
বীরকুলগ্লানি আমি"? – হে কুল প্রদীপ
পিতৃ পিতামহ প্রাপ্ত,—সম্পদ সাম্রাজ্য
ক্ষয় করি—অহো! আরো
পত্নীরে করিয়া পণ দুরোদর মুখে
উজ্জ্বল করেছ কুল মনে ভাব বুঝি?
পূর্ব্বাপর আছে পণ,
গাণ্ডীব ত্যেজিতে মোরে বলিবে যেজন
গুরু বলি উপরোধ করিবনা কভু,
নিশ্চয় নাশিব তারে—পালিব সেপণ
আজ আয়ু অবসান পাণ্ডব পতির—
(অর্জ্জুনের অসি নিষ্কাসন ও
যুধিষ্ঠিরকে প্রহারোদ্যত)

শ্রীকৃষ্ণ। কিকর কিকর সখা—
গুরু হত্যা মহাপাপ ধার্ম্মিক ধীমান
তুমি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—
তোমারে বুঝাব নীতি অপরূপ অতি।

অর্জ্জুন। গুরু হত্যা মহাপাপ সত্য শ্রীনিবাস,
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ তেমতি আবার,

কি করি উপায় কহ উভয় সঙ্কটে ?
দুইদিকে দেখি দেব দুস্তর নরক ?—
নিস্তার নাই ! যাই হ'ক—
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু পিতা সম পূজ্য,
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির পাণ্ডব পতির,
পবিত্র শোণিত পাত যুক্তি যুক্ত নয়।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
পাপ হেতু দণ্ডধর দণ্ড দিও দাসে

শ্রীকৃষ্ণ। সাধু সখা সাধু !—
ধরণীর ধৈর্য্য গুণ সিন্ধুর গাম্ভীর্য্য
স্বভাব সিদ্ধ।

অর্জ্জুন। কিন্তু হে কেশব।
ক্রোধ বশে করিয়াছি অধর্ম্ম আচার।
গুরু নিন্দা মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি,
আপন শোণিতে সখা প্রক্ষালিব পাপ।

(অর্জ্জুনের আত্ম বিনাশার্থ
অসি উত্তোলন)

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মহত্যা আরো পাপ স্থির হও সখা।
সুবিধান কহি শুন শাস্ত্রের প্রমাণ
আপন গৌরব করা আপনার মুখে

মরণ সমান,
আপন গৌরব কর শূর শিরোমণি
আপনার মুখে,
গুরু নিন্দা প প হতে পাবে পরিত্রাণ।

দ্রৌপদী। প্রমাদ পড়িত আজ অশেষ অনর্থ
এখনি ঘটিত হায়।
বাঁচাইলে বাসুদেব বিপদ বারণ
আশ্রিতে আপন গুণে।
মুরারি মহিমা তব বুঝিতে অক্ষম।

অর্জ্জুন অজ্ঞাত অবস্থায়
বাসুদেব বিরাটের বাসে বঞ্চিলাম
যবে পঞ্চ ভাই,
সঙ্গীত শিক্ষক হয়ে অন্তঃপুরে আমি
প বনি পাচক রূপে—রাজসভাসদ
আছিল অগ্রজ—
বিবিধ বিচারে বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি
সহদেব সহ শূর নকুল সুন্দর
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দোঁহে,
সুদেষ্টার সহচরী দ্রুপদ দুহিতা,
চতুরঙ্গে সেনা সঙ্গে আক্রমিল আসি

দুষ্ট দুর্য্যোধন হরিব রে গাভি কুল
বিরাট রাজার।
বিপদে বিরাট বাসে পেয়েছি আশ্রয়,
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ একান্ত পাণ্ডব,
সাজিনু সমরে সখা।
পূজ্যপাদ পিতামহ আচার্য্য প্রধান,
বাপের সদৃশ বীর শিক্ষায় সমান,
অশ্বত্থামা, অঙ্গরাজ সবার সংহতি
হইল তুমুল যুদ্ধ বিমুখিনু সবে।
প্রলয় পবনে,
অর্ণবের অম্বুরাশি আলোড়িত হয়ে,
পর্ব্বত প্রমান ভীম তরঙ্গ তুলিয়া,
বক্ষবাহি তরনীরে হায়রে যেমতি
গরজি আসিতে ধায় চারিদিকে ঘেরি,
পাঞ্চালির পরিণয়ে,
বেড়িল রাজেন্দ্রকুল বিনাশিতে তথা
একেবারে চারিধারে।—আপন অংশুতে
তপন তমসজালে তাড়ায় যেমতি,
হে সখা তেমতি—
নিবারিনু নৃপকুল করি বিদ্রাবিত।

হয় কি স্মরণ সখা!—
যমুনার জলে যবে ক্রীড়ার কারণে
গিয়াছিনু দুইজনে,
বসিয়া পুলিনপরে শ্রুতি সুখকর—
কল্লোলিনী কলনাদে শ্রবন জুড়ায়ে,
সায়াহ্নে সেবিতে ছিনু সন্ধ্যা সমীরণ,
বিপ্রবেশে বিভাবসু সহসা সেথায়
মাগিল ভোজন আসি ?
অনলে আহুতি দিনু খাণ্ডব কানন
সমরে অমর কুলে করি পরাভব।
কি আর কহিব সখা!—
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দেব দিগম্বরে সন্তোষিয়া
পাইয়াছি পাশুপত প্রলয়ের অস্ত্র।

(যুধিষ্ঠিরের পদ ধারণ করিয়া)

ত্যজরোষ ক্ষমদোষ পাণ্ডবের প্রভু
স্নেহ সরসীতে তব হে ভ্রাতৃ বৎসল
জীবন মৃণাল জীয়ে আমা সবাকার।
শুকালে সরসীদেব শুকাবে মৃণাল,
সংহারিতে সুতাধমে পশিব সংগ্রামে
আশিষ অর্জ্জুনে যেন এখনি আসিয়া

প্রণমে ওপদে পুন,
মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ড এবে গগনের গায়
অর্দ্ধদিব অবসান, এই সূর্য্য সহ
নিশ্চয় হইবে আজ এ প্রতিজ্ঞা মম,
আয়ু সূর্য্য অস্তমিত কুমতি কর্ণের।

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন! অনেক ক্ষণ ক্ষমেছি তোমায়।
যাও, হও রণজয়ী মম আশীর্ব্বাদে।

দ্রৌপদী। মুরারীরে মনোরথে রাখিও সতত
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র। শল্য ও কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। শুন শুন বীরভাগ বীর অবতার
যে আজ দেখাবে মোরে
ধনঞ্জয় ধুরন্ধরে
যাচাবে তাদিব তারে প্রতিজ্ঞা আমার।
দিব তারে শুন বলি ;—
স্বর্ণ মণ্ডিত তনু
সবৎসা সহস্র ধেনু

কাম তুহ যথা স্বর্গে স্বর্ণ অলঙ্কার।
দিব তারে চাহে যদি
আশুগতি জিনি গতি
উচ্চৈশ্রব সম শক্তি—বাজি অগণন।
দিব তারে রণ দক্ষ
ঐরাবত সম কক্ষ
মহাকায় মদমত্ত বলিষ্ঠ বারণ।
শুনবলি সবাকারে,—
যে দেখাবে পার্থবীরে
ভাগীরথী দুই তীরে
পবিত্র প্রদেশ সব দিব অধিকার।
স্থির সৌদামিনী সমা
তুলনায় তিলে ত্তমা
রূপসী রমণী দিব সুন্দরীর সার
প্রকাশিবে প্রভাকর
পশ্চিম প্রাঙ্গন পর
প্রস্ফুটিত হবে পদ্ম শৃঙ্গধর শিরে
সম্ভব শুকাবে সিন্ধু
শোভা হীন হবে ইন্দু
কর্ণের বচনতবু কভু নাহি ফিরে।

আপন র অঙ্গে ছেঁদি
তুষেছি ত্রিদিব পতি
প্রাণের প্রতিম পুত্রে কেটেছি করাতে
কর্ণের অদেয় কিছু নাহি ত্রিজগতে।

শল্য। জননীর কোলে শুয়ে
শিশু, শশী পানে চেয়ে
যেমতি ধরিতে ধায় বাহু বাড়াইয়া—
অকারণে অঙ্গনাথ,
তথা তুমি কর সাধ,
লভিতে সুযশ হায় পার্থে সংহারিয়া!
যার সহ রণে ডরে
সুরাসুর নাগ নরে
প্রসন্ন পিণাকপাণি প্রতাপে যাহার—
তারে তুমি পরাজিবে?
সিংহে শিবা বিমুখিবে?
সন্তরণে হতে চাও পারাবার পার?
জ্বলন্ত অনলে হায়
পড়িছ পতঙ্গ প্রায়!—
রাখ কথা যাহ ফিরে গৃহে আপনার।

কর্ণ। ওরে মদ্র কুলাধম
ভীরু! হীন পরাক্রম
পার্থভয়ে পলাইব লইয়া জীবন?
রে ক্ষত্র কুল কজ্জল
আসে যদি আখণ্ডল,
শঙ্কর সংহার শূল করিয়া ধারণ—
আসে যদি দিকপাল
মৃত্যুপতি মহাকাল
রথী তবু রণস্থল ত্যজেনা কখন—
কিছার অর্জ্জুন তারে না করি গণন
শোনবলি মূঢ়মতি
চালা রথ দ্রুতগতি
কাপুরুষ কথা কর্ণ করেনা শ্রবন।
মরি কিম্বা মারি অরি করিয়াছি পণ।

("শুন শুন বীরভাগ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে কর্ণের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

শল্য। হয়, হস্তী, দাস, দাসী,
অপ্রার্থিত অর্থরাশি,
অকারণে অঙ্গরাজ করোনা প্রদান।

যথা পড়ে বর্ষাকালে
ধারাজল ধরাতলে
ওই হের ধনঞ্জয় বরষিছে বাণ
ওই হের কুরু চমূ রণে ভঙ্গীযান।
প্রলয় পাবক প্রায়
শরানল দীপ্তিপায়
দাবানল দীপ্তি যথা শৃঙ্গধর শিরে—
চিত্র পুত্তলিকা প্রায়
দাঁড়ায়ে কি দেখ হায়
ভুলেছ প্রতিজ্ঞা নাকি? নাশ ফাল্গুনিরে।
এত দর্প আস্ফালন
সব হল অকারণ?
হে অবোধ অঙ্গরাজ! ক্ষুদ্র প্রাণশিবা
সিংহভাবে আপনাকে
যতক্ষণ নাহি দেখে
ক্রুদ্ধ কেশরীর স্ফীত সুবঙ্কিম গ্রীবা।
রক্তময় রণস্থল
ভঙ্গদেয় কুরুদল
সেনাপতি সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার
পার্থকরে মহামার

কি দেখ কিদেখ আর
ধর ধর ধনুর্ব্বাণ হও আগুসার
দেখি দেখি বীরপণা বিক্রম তোমার।

কর্ণ। বর্ব্বর বীরত, তুই কি বুঝিবি বল ?
কালান্তক কালোপম
ওই দেখ শর মম
বিদারিতে পারি এতে ত্রৈলোক্য মণ্ডল।
পার্থে সংহারিব ব'লি
রেখেছি রেখেছি তুলি
অতি যত্নে অস্ত্রবরে বহুকাল ধরি।
সৈন্যগণ বীরগণ
কেন ভঙ্গ দেও রণ
ক্ষান্তহও ক্ষান্তহও এই মারি অরি-
চালারে চালারে রথ চালা শীঘ্র করি।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। অঙ্গদেশ অধিপতি
শমন সদনে গতি
নিশ্চয় হইবে তোর নাহি পরিত্রাণ-
আজতোরে নাশি রণে
শবাহারী শিবাগণে

রে দুর্ম্মতি দেহ তোর করিব প্রদান।
   সুরাসুর যক্ষরক্ষ
   ত্রিভুবন হ'ক পক্ষ
তথাপি তথাপি তোর বধিব পরাণ।
   ভীষ্মদেবে ভূপতিত
   দ্রোণাচার্য্যে বিনাশিত
নিরখি কেমনে হলি রণে আগুয়ান
আয় মূঢ় আজ তোর আয়ু অবসান।

কর্ণ   লতা অন্তরালে থাকি
   ব্যাধ যথা মারে পাখী
চোরাবাণ চুপি চুপি করিয়া সন্ধান
   শিখণ্ডীকে অগ্রেস্থাপি
   কপট সমরে পাপী
তেমতি হরিলি তুই পিতামহ প্রাণ
   ধিক্ তোর বীরদাপে
   দেব দত্ত দিব্য চাপে
পৌরুষে প্রতাপে তোর ধিক ধনঞ্জয়
   তোর নামে বীরকুল
   আচ্ছাদে শ্রবণ মূল
   বীরকুলগ্লানি তুই ভীরু নীচাশয়।

নিষ্পাণ্ডব বসুমতী
শত্রুশূন্য কুরুপতি
নিশ্চয় হইবে আজ শোন মন্দমতি
চালারে চালারে রথ চালা শীঘ্রগতি।

অর্জ্জুন। ওরে রে—
কৌরব উচ্ছিষ্ট ভোজী দুষ্ট দুরাচার
পাঞ্চালীর পরিণয়
মৎস্য দেশ অভিনয়
হয়কি স্মরণ তোর বীর কুলাঙ্গার?
লক্ষ লক্ষ ধনুর্দ্ধর
ছিল তাহে পৃষ্ঠপর
তথাপি বিমুখ হলি সমরে আমার
ওরে রাধা গর্ভভার
অমানিশা অন্ধকার
নক্ষত্র নিকর যদি নাপারে নাশিতে
ক্ষীণভাতি দীপশিখা
সেই সে কালিমা মাখা
অমার নিবিড়আঁধা পারিবে ভেদিতে?
নাহি কাজ বাক্য ব্যয়ে
ধর ধনু স্থির হয়ে

শৃগাল হইয়ে সাধ সিংহে পরাজিতে
দেখ চেয়ে চরাচর
স্বর্গমর্ত্ত্য মরামর
অর্জ্জুনের শরশিক্ষা সমর পদ্ধতি—
বিশ্বনাশি বাণদিয়া
অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিয়া
রোধিব পবন পথ চন্দ্র সূর্য্যগতি!
ভাসাইয়া শত্রুদলে
রক্তনদী রণস্থলে
বহিবে ধরিবে ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর
আহতের আর্ত্তধ্বনি
অস্ত্রশস্ত্র ঝনঝনি
তরঙ্গ গর্জ্জনরূপে ধ্বনিবে অম্বর।
অস্ত্রছিন্ন হস্ত পদ
ভাসিবেক তৃণবৎ
মানব হইবে মীন কুম্ভীর কুঞ্জর।
দারাপুত্র পরিবার
কেন করি পরিহার
সমরে আমার.সহ হলি অগ্রসর

ধনরত্ন কে ভুঞ্জিবে
অম্বর জয় কে শাসিবে
কুরুরাজে কুমন্ত্রণা কে দিবে দুর্ম্মতি ?
শমন স্মরিল তোরে আয় শীঘ্রগতি

(উভয়ের যুদ্ধারম্ভ)

কর্ণ ওহে সুরাসুর জয়ী মহাধনুর্দ্ধর
দেবদত্ত অস্ত্র গাণ্ডীবের বলে
অজেয় সবার তুমি ধরাতলে।
গাণ্ডীবের গুণ পণ দেখারে বর্ব্বর
দেখাতোর দিব্যশিক্ষা নিবারি এশর—
শঙ্করের শূল ত্রিভুবন ত্রাস
বাসবের বজ্র, প্রেতের পাশ
কালদণ্ড সম এর অমোঘ সন্ধান
দেখিব কেমনে ইথে পা'স পরিত্রাণ।

(কর্ণের শরত্যাগ ও অর্জ্জুনের
মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য বীর বৈকর্ত্তন
যার শরে অচেতন
সুরাসুর সর্ব্বজয়ী বীর ধনঞ্জয়—

কর্ণ। ভাগ্যবান সেই রথী
তুমি যার সুসারথী
নতুবা অর্জ্জুন আজ যেত যমালয়!
শল্য। অঙ্গদেশ অধিপতি
রথচক্র বসুমতী
গ্রাসিল ক্ষণেক তুমি সম্বর সমর
কর্ণ। অসম্ভব কথা অতি
শোণিতে পঙ্কিল পৃথ্বী
প্রোথিত হয়েছে চক্র তাই মদ্রেশ্বর
অচেতন আছে অরি
অশ্ব রশ্মি থাক ধরি
উদ্ধারিব রথচক্র মুহূর্ত্ত ভিতর।

রথ হইতে অবতরণ ও
রথচক্র আকর্ষণ

সসাগরা ধরাখান
কম্পবান দিলে টান
সামান্য রথের চক্র না পারি নাড়িতে!
কোথা গেল ধনুর্ব্বাণ
করিব রে খান খান
বসুধা শতধা কাটি রথ উদ্ধারিতে—

একি ! কেন ক্লান্ত তনু
মুষ্টি হতে খসে ধনু
একি ! কেন স্মৃতি ত্যজিছে আমায় ?
বিহগ অশিব স্বরে
পড়ে রথ ধ্বজোপরে
সহসা কেনবা হেন প্রলয়ের প্রায় ।
ঘন বহে ঝঞ্ঝাবাত
মুহুর্মুহু বজ্রপাত
চপলা চমকি আঁখি চৌদিকেতে ধায় ?
বিশ্ব রসাতলে যাক্
থাক্ স্মৃতি লোপ পাক্
নিষ্পাণ্ডব পৃথ্বী তবু প্রতিজ্ঞা আমার
মৃতপ্রায় রথোপরি
অচেতন আছে অরি
এখনও সময় আছে দেখি পুনর্ব্বার ।

(পুনরায় রথচক্র আকর্ষণ)

(অর্জ্জুনের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া উত্থান)

শ্রীকৃষ্ণ । খাণ্ডব দাহন কালে
অমরের অস্ত্রজালে
অবাধে ধরিলে হাদে সম্মুখ সমরে

কি কহি কহিতে লাজ
অচেতন হলে আজ
স্থরাস্থর জয়ী শূর সূতাধম শরে।
বিশ্বব্যাপী অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে আর
হে পার্থ প্রতি[illegible] কি স্মরণ ?

অর্জ্জুন। ত্রৈলোক্য [illegible] পারি
মুহূর্ত্তে [illegible]
সূত পুত্রে [illegible] । কতক্ষণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন (ও) অবশ তনু
দৃঢ় হস্তে ধর ধনু
বিক্রমে বিণ[illegible] বীর বৈকর্ত্তন।

অর্জ্জুন। বাসুদেব ব[illegible] বার
লজ্জা নাহি দেহ আর
কোথা [illegible] তার [illegible] দেরে।

কর্ণ। দাঁড়ারে দুর্ম্মতি [illegible] আর
পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে
বহু সুকৃতির [illegible]।
পেয়েছিস্ [illegible] রে নিস্তার

রথচক্রে বসুমতী
না গ্রাসিলে মন্দমতি
এতক্ষণ হত তোর জীবন সংহার
দাঁড়ারে দুর্ম্মতি করি চক্রের উদ্ধার

অর্জ্জুন। রথচক্র—
গ্রাসিয়াছে বসুমতি ?
তাহে মম কিবা ক্ষতি
বীরধর্ম্ম তোর সহ কিহেতু পালিব ?
অভিমন্যু পুত্রবরে
বধিলি অন্যায় করে
অন্যায় আচারে তোরে তেমতি নাশিব
সৈন্যগণ বীরগণ
কর সবে দরশন
এই শরে কর্ণ শির কাটিয়া পাড়িব।

অর্জ্জুনের শরত্যাগ ও কর্ণের পতন

কর্ণ। ওরে পাপিষ্ঠ পার্থ—
বীরলোকে কভু তোর নাহি হবে গতি
কোথা সখা কুরুপতি
কোথা প্রিয়ে পদ্মাবতী
অন্যায় আচারে মোরে মারিল দুর্ম্মতি।

শল্য। অন্যায় আচারে মরে কর্ণ মহারথী
শোন পার্থ পাপাশয়
বীরবাক্য ব্যর্থ নয়
বীরলোকে কভু তোর নাহি হবে গতি।

অর্জ্জুন। ওরে মদ্র কুলাঙ্গার
একদিন জীবে আর
আজিকার মত তুই যারে গৃহে ফিরে—
সিংহনাদে সৈন্যচয়
ঘোষুক পাণ্ডবের জয়
কাঁপুক কৌরব কুল সভয়ে শিবিরে।
আঁধার ঘিরেছে ধরা
চল সখা চল ত্বরা
এশুভ সংবাদ দিতে পাণ্ডব পতিরে।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। না জানি সমরে আজ কি হয় কি হয়—
ব্যূহমুখে বৃকোদর
করে র[illegible]

গদাঘাতে গজযূথ যায় যমালয়—
যুগেতে সংহার শব্দ
সুরাসুর সবে স্তব্ধ
পড়িছে পদাতি রথী অশ্ব আসোয়ার—
ছিন্ন শির লোটে ক্ষিতি
শোণিতে বহিছে নদী
সমূলে নির্ম্মূল বুঝি করে কুলাঙ্গার।
কোথা গেল অশ্বত্থামা
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা
ভীমের ভীষণ রণে হয় একাকার।
স্থিরভাবে সৈন্যগণ
ধর ধনু কর রণ
দ্বারদেশে দুঃশাসন আছে অধিষ্ঠান।—
একি! একি! বিদারিত ব্যূহদ্বার
ধায় চমূ চারি ধার
কিকরি কিকরি কিসে পাই পরিত্রাণ?
যেন মদ মত্ত করী
ধায় ঊর্দ্ধে শুণ্ড করি
গর্জ্জিআসে গদাহাতে বীর বৃকোদর—,
সমরে দুর্ব্বার ভীম আমি একেশ্বর।
(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
সুরপুরে সুররাজ
মানব মরত মা'।
পাতালে পন্নগ গণ ভূধর খেচর—
সাক্ষীহও,
সপ্তসিন্ধু স্রোতস্বতী
অদ্রিকুল অভ্রভেদী
স্থাবর জঙ্গম সহ সব চরাচর
যে পাষণ্ড পাপী—
একবস্ত্রা রজস্বলা
কুলবিহঙ্গিনী বালা
কৃষ্ণার কুন্তল ধরি আনিয়ে সভায়
লজ্জা ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া
পশুবল প্রকাশিয়া
প্রিয়ার পিন্ধন বাস হরেছিল হায় —
আজ সেই পাপাত্মার—
তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়া
বক্ষস্থল বিদারিয়া
হৃদিহতে হৃৎপিণ্ড করিয়া বাহির
প্রাণভরে রক্ত পিয়ে

কোপানল প্রশমিবে
বাঁধিব বিমুক্ত বেণী প্রিয়া পাঞ্চালীর!
আয় ক্ষত্র কুল কালি
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পালি
সুতপ্ত শোণিতে তোর শীতলি শরীর!

দুঃশাসন। ক্ষান্ত হ'রে বীরাধম
জানি তোর পরাক্রম
মদমত্ত তুই তোর আস্ফালন সার!
ভুলে গেলি মন্দমতি
পাঞ্চালীর পঞ্চপতি
ছিল সভাস্থলে তবু সম্মুখে সবার—
করেছি কৃষ্ণারে লয়ে
যথা করে ক্রীড়ালয়ে
বিলাসী বেশ্যার সহ হাস্য পরিহাস—
সে কালেতে নীচমনা
কোথা ছিল বীরপনা?
পারিস্‌নে পঞ্চজনে—
একাকী করিস্‌ এবে পৌরুষ প্রকাশ?

ভীম। ওরে দুষ্ট দুরাচার
কুরুকুল কুলাঙ্গার

সাক্ষাৎ শমন সম ভীম ভুজঙ্গমে,
প্রহারে কুপিত করি
কেবা বাঁচে কবেহরি
কিন্তু বেঁচেছিলি তুই তোর ভাগ্যক্রমে
ভুজঙ্গ তুষারে যথা
নির্জ্জীব নিস্তেজ তথা
আছিলাম আমি হায় ভ্রাতৃ অনুরোধে!
বধেছি যে ভুজবলে—
দারুণ দুর্ম্মদরণে
বক আদি বীরগণে
জিনেছি জগত জয়ী জরাসন্ধ যোধে
আজ সেই ভুজবলে
সম্মুখ সংগ্রাম স্থলে
বিদারিয়া বক্ষ তোর বধিব জীবন।

(দুঃশাসনকে আক্রমণ)

দুঃশাসন। নহিরে অরণ্যচারী
পাণ্ডব পরম অরি
পাঞ্চালী পীড়ক আমি সেই দুঃশাসন।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পতন)

ভীম। এইতো বীরত্ব তোর পাপিষ্ঠ পামর?
কি সাহসে করি ভর
হয়েছিলি অগ্রসর
সমরে আমার সহ বলরে বর্ব্বর ?—
কৃষ্ণার কুন্তল ধরা
পরিধান বাস হরা
পাণ্ডব পীড়ন এবে হয় কি স্মরণ ?
সাক্ষীহও চরাচর
স্বর্গমর্ত্ত্য মরামর
প্রতিজ্ঞাপালন হেতু—
পৈশাচিক বৃত্তি আজ করি আচরণ।

দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া
ভীমের রক্তপান

আঃ। জুড়াল জীবন—
পাইলাম পরিতোষ
সুধাপানে এ সন্তোষ
নিশ্চয় হতনা হৃদে আমার কখন।—
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
আসিছে প্রলয় ঝড়
নিবিড় জলদজালে ঢাকিছে গগন

পড়ে থাক্ পাপাচারী
শিবাগণ শবাহারী
আসিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে সাধন।

(ভীমের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডব শিবিরের সন্নিহিত উপবন।

(দ্রৌপদী ও সখীগণ)

সখী। নিবিড় কালিমা মাখা
নিবিড় নীরদে ঢাকা
সন্ধ্যা গগনের পানে কিলাগি স্বজনী,
একদৃষ্টে আছে চেয়ে ?
গুরু গুরু গরজিয়ে
ছুটিছে আকাশপথে সঘনে অশনি—
পবন প্রহার পড়ে
মহারোলে মড়মড়ে
বিটপি বিপিন শোভা আচ্ছাদি অবনী
কাল কাদম্বিনী কোলে
চপলা চমকি চলে
নয়ন বাঁধিছে তব দমকি দামিনী—

চলে গি[illegible]ঙ্কার
সমরের [illegible]ার
উল্লাসে [illegible]রে ব'সে চল গিয়া শুনি।

দ্রৌপদী। ভীষণ ভ্রূকুটী করি,
বিকট মূরতি ধরি
প্রকৃতি করিছে খেলা
গগনে আছে কি বেলা?
এখনো শিবিরে কেন ফেরেনি ফাল্গুনী?

(নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি ও [illegible] শব্দ)

নেমীর নিস্বন শুনি,
[illegible] কৃষ্ণের শঙ্খখানি,
জিনি কোটী বজ্রপাত
সৈন্যগণ ছাড়ে নাদ
বিজয় ব জন বাজে—পার্থ প্রত্যাগত-

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। প্রিয়ে কোথা ধর্ম্মরাজ
রণরঙ্গে হত আজ
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির প্রিয় পারিষদ।

দ্রৌপদী। কি ছার সে কর্ণ—
পার্থ যদি করে পণ

চরাচর ত্রিভুবন
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সবারে সংহারি।
ভীম। (নেপথ্যে) সৈন্যগণ ছাড় পথ
আজ পূর্ণ মনোরথ!—
কোথা কৃষ্ণার্জ্জুন কোথা দ্রুপদ কুমারী?
অর্জ্জুন। আর্য্য ভীমের কণ্ঠস্বর!—
(ভীমের প্রবেশ)
দ্রৌপদী। রুধিরাক্ত কলেবর।—
একি?-হেরি প্রাণেশ্বর
শীঘ্র আন সহচরী সুশীতল বারি—
ধৌত করি রক্ত ধার —
ভীম। না! না!—ভুলেগেলে,
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা প্রিয়ে!
দুঃশাসন রক্ত দিয়ে
বলেছিনু বেঁধেদিব ও বিমুক্ত বেণী
দ্রৌপদী তবে কি নাথ—
গত জীবরণে সেই কুরুকুলগ্লানি?
ভীম। হাঁ, হত সেই দুরাচার
করিয়াছি আজ তার
বক্ষঃস্থল বিদারিয়া শোণিত শোষণ!—

সাক্ষাৎ ও [illegible] গন্ধর্ব [illegible]
   সম্মুখে [illegible]
   [illegible]
পাতালে [illegible] ভূচর খেচর
   সপ্ত সিন্ধু স্রোতস্বতী
   অদ্রি অচল অভ্রভেদী
স্থাবর জঙ্গম সহ সব চরাচর —
যে পাষণ্ড পাপী —
   একবস্ত্রা রজস্বলা
   কুল বিহঙ্গিনী বালা
র[illegible] ধরি আনিয়ে সভায়
   লজ্জাধর্ম বিসর্জ্জিয়া
   পশুবল প্রকাশিয়া
[illegible] পিধান বাস হরেছিল হায়
[illegible] আজ সেই পাপ আর
   তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়া
   বক্ষস্থল বিদারিয়া
হৃদি হতে হৃৎপিণ্ড করিয়া বাহির,
   প্রাণ ভরে রক্ত পিয়ে
   কোপানল প্রশমিয়ে

সেই সর ও হস্তে—
বাঁধিনু বিমুক্তবেণী প্রিয় পাঞ্চালীর—
(ভীমকর্ত্তৃক বেণীবন্ধন)
সাক্ষী হও চরাচর
স্বর্গমর্ত্ত্য সুরাসুর
দারুণ প্রতিজ্ঞা হতে মুক্ত হলো ভীম

অর্জ্জুন। হে পার্থ।
অদ্বিতীয় বীর তুমি প্রতাপে অসীম।

ভীম। চল পার্থ মহারথ।
যুধিষ্ঠির বসে যথা
আশাপথ নিরখিয়ে আছে ধর্ম্মরাজ
(ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান)

সখী। প্রাণসখি। আর কেন
বাঁধিয়ে বিমুক্তবেণী পর দিব্য সাজ।

দ্রৌপদী দশ দিকে দিকবালা
সিন্ধু তুলি উর্ম্মিমালা
বারিবাহ বজ্রনাদে গোষ ত্রিজগতে—
সতী সাধ্বী যাজ্ঞসেনী
বাঁধিল বিমুক্ত বেণী
দুঃশাসন দুর্ম্মতির তপ্ত শোণিতে।

[illegible]

[illegible]

দিবসে [illegible] মহীতে—

[illegible]

[illegible]

[illegible] গোনিতে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মূলে ॥

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] যামিনী [illegible]